খবরের শেষ কথা

কঠোর শাহ

দুর্নীতি করে থাকলে কাউকে রেয়াত করা হবে না, আদানি ইস্যুতে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বারষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আদানি ইস্যুতে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তাল সংসদ। হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বারষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি,

বাংলা দৈনিক পত্ৰিকা

Tripura Bhabhishyat, Bengali Daily, Agartrala Year 32, Issue : 76: Sunday, 19th March, 2023, সংখ্যা- ৭৬ 🕻 ৪ চৈত্ৰ, ১৪২৯ বাংলা, রবিবার : মূল্য ঃ ৫ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabishyat.in

(ठारा यथा (नण पत

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: মন্ত্রীত্বের প্রশ্নে এবার চাপ বাড়ছে খোদ তিপ্রা মথার সুপ্রিমোর উপর। দলের নব নির্বাচিত বিধায়করা চাইছেন সরকারে অংশ নিক তিপ্রা মথা। এতে ৩জন মন্ত্রী পেতে পারে দল। পাশাপাশি সরকারের শরিক হিসেবে বেশ কয়েকটি দপ্তরের, নিগম অথবা সোসাইটির চেয়ারম্যান পদও পেতে পারে তিপ্রা মথা। রয়েছে ব্রক এডভাইজারী কমিটির চেয়ারম্যানের পদ। হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকলে আবেগের বশে কোন রাজনৈতিক দলকে যে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা যায় না একথাও প্রদ্যুত কিশোর

CMYK



নেতারা। তাদের বক্তব্য এডিসি মথার হাতে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের সীমাবদ্ধতা এতই বেশী

মত অবস্থায় তারা নেই। এর মূল কারন অর্থসংকট। ফলে সরকারের শরিক হলে পাহাড়ে

নানাভাবে উপকার করার পাশাপাশি দলকেও ঢেলে সাজানো সম্ভব হবে। জনজাতি যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।

অন্যথায় বিরোধী দল হিসেবে শুধুমাত্র বিরোধীতা আর হতাশা নিয়েই কাটিয়ে দিতে হবে পাঁচ বছর। আর হত দরিদ্র মানুষেরা

বন্দোবস্ত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। ফলে মথার নেতারা চাইছেন দিল্লীর সঙ্গে কথা বলে একটা সমাধান সূত্র বের করণন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন। যেখান থেকে দল সরকারের শরিক হতে পারবে। মথার সিনিয়র নেতারা মনে করেন শুধুমাত্র আবেগ আর আদর্শের জন্য ক্ষুধা পেটে থাকা জনজাতি

মথার কাছ থেকে কিছু না পেয়ে

নিশ্চিতভাবেই বিজেপিমুখী হয়ে

পড়বেন। কারন কঠোর বাস্তব হলো

শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে পেট ভরে না।

এই মুহুর্তে পাহাড়ে প্রয়োজন শিক্ষা,

কর্মসংস্থান আর উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

রাজ্য সরকার পাশে না থাকলে এর

鋣 ২য় পাতায় দেখুন

নারাজ মানতে



উদয়পুর প্রতিনিধি ঃ আবারো মন্দির নগরী উদয়পুরে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় নিহত এক আহত पृटे। घটना भनिवात विकारल কাঁকড়াবন থানাধীন পালাটানা কাঁকড়াবন জাতীয় সড়কে ঘেটনার বিবরণে জানা যায় বাগমা এলাকায় তিন বন্ধু সম্রাট দে, অনিমেষ দেবনাথ, এবং সৈকত ভৌমিক মিলে পরীক্ষার নোট আনার জন্য নিজ বাইক করে বাড়ি থেকে বের হয়। আর কাঁকড়াবন থেকে বাড়ি ফেরার পথে পালাটানা কাঁকড়াবন জাতীয় সডকে উল্টো দিক থেকে আসা *ভে* ২য় পাতায় দেখন

২০২৪-এর নির্বাচনে তারা কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে সমদূরত্ব রেখে চলবে। অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতৃত্বে জোটে তারা থাকবেন না। উল্টে কংগ্রেসকে বাইরে রেখে তারা বিজেপি বিরোধী জোট তৈরির চেষ্টা চালাবে। খুব শীঘ্ৰই তৃণমূল রাজ্য সফর শুরু করবে বলে জানিয়েছে। শুক্রবারই উত্তরপ্রদেশের প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব এসেছিলেন কলকাতায়। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এসে তিনি বৈঠক করে যান। এবং জোটের বার্তা দেন। আবার

ভবিষাৎ প্রতিনিধি: হাওয়াই বাডি নাকা পয়েন্ট সংলগ্ন স্থানে একটি

ইকো গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস সহ অন্যান্য জিনিসপত্র

উদ্ধার করেছে পুলিশ। সর্বনাশা ড্রাগসের করাল গ্রাসে যুবসমাজ যখন

নিমজ্জিত তখন তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি

ত্রিপুরা ময়দানে অবতীর্ণ। গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানা

এলাকার হাওয়াই বাড়ি নাকা পয়েন্ট সংলগ্ন স্থানে মহকুমা পুলিশ

আধিকারিক এবং টি.এস.আর ৬ নং বাহিনীর জওয়ানরা উৎ পেতে

বসে। তখনই আগরতলার দিক থেকেইট্র০৬ঙ্খ্র০৩৬৩ নম্বরের একটি

ইকো গাড়িতে করে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসার পথে হাওয়াই বাড়ি

এলাকায় আটক করে, এবং তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। মহকুমা

পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়িটির

সিটের নিচের গোপন কক্ষ থেকে ৬৩ কৌটা ড্রাগস, নগদ ৭,৫০০ টাকা

ও একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়। আটক করা হয়

গাড়িতে থাকা ২৮ বছর বয়সী গণি মিয়া ও ২৯ বছর বয়সী সন্দীপ

চক্রবর্তী নামের ২ পাচারকারীকে। উল্লেখ্য থাকে,, ড্রাগস পাচারকারী

২৩ মার্চ মমতা

সংবাদ সংস্থা<u>:</u> তৃণমূল কংগ্রেস কোর

কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে,



বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীকা তথা বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে জোট-বৈঠক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, তারা কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে সমদূরত্ব রখে চলবে। বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চলবে, তবে কংগ্রেসের সঙ্গে

তাঁরা দূরত্ব রেখেই এই লড়াই চালাবে। সে জন্য ভিনরাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে তাঁরা জোট করবেন। এই জোট করলে স্বার্থ সংঘাতের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না বলে তিনি মনে করছেন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন আগে তৃণমূলের অবস্থান অনেকটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই যে তারা আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে চায়, তা পরিষ্কার। যে দল যে রাজ্যে শক্তিশালী তাদের সঙ্গে কথা বলে জোট প্রস্তাব দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশিরভাগ রাজ্যে

আঞ্চলিক দলগুলিই বিজেপির প্রতিদ্বন্দী মনে করছে তৃণমূল। *ভে* ২য় পাতায় দেখুন



<u>সংবাদ সংস্থা :</u> আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকেই মুখ করে লড়াইয়ে নামবে বিজেপি। সম্প্রতি একথা

ত্রিপুরা জেলায়

বালিকামঞ্চের সক্রিয় ভূমিকার

প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, সাব্রুমের

দক্ষিণী টাউনহলে স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ দপুর, শিক্ষা দপুর ও

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা

দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন

ছাত্ৰীকে কুমিনাশক ঔষধ

খাওয়ান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে

কয়েকজন ছাত্ৰীকে টিকাও দেওয়া

হয় ৷অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের

মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সারুম নগর

পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা

পোদ্দার দে, স্বাস্থ্য ও পরিবার

ভে ২য় পাতায় দেখন

স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার দিল্লির এক সমাবেশে শাহ জানিয়ে मिरलन, २८-এর নির্বাচনে মোদিকে মুখ করেই তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি মোদির বিকল্প হিসাবে কোনও মুখকে ভরসা করতে পারছে না গেরুয়া নেতৃত্ব?

শুক্রবার দিল্লির সমাবেশে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ২০২৪ সালে কেন্দ্রে লাগাতার তৃতীয়বার ক্ষমতায়

আনয়মের অভিযোগে

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: অনিয়মের অভিযোগে মেসার্স ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যাল, রোনাভ্রে রোড, বটতলা, এই ওষুধের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। ১৯৮০ সালে এই লাইসেন্সটি ইস্যু করা হয়েছিল। দোকানে ক্রয় ও বিক্রয়ের নথিপত্র খতিয়ে দেখার সময় ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ১০ নভেম্বর সময়কালে ১,২৪,৫০০টি ট্যাপেনডোল ট্যাবলেট বিক্রির বিষয়টি প্রকাশ পায়। এই ট্যাপেনডোল ট্যাবলেট ব্যথার ওষুধ, যা নেশার কাজে অপব্যবহার হয়ে থাকে। কোনও রকম ক্রয়ের রেকর্ড ছাড়া সেগুলি বিক্রি করা ও

ভে ২য় পাতায় দেখুন

আসতে চলেছে বিজেপি *ভে* ২য় পাতায় দেখুন

আমরাই ২৭ ওরা ৩২এই ভাষাতে গতকাল প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে

সুদীপ বর্মন। বলেছেন বাকি কথা পরে বলবেন। পুনরায় আইয়া পড়তাছি সুরে প্রচ্ছন্ন হুমকী। হতাশাগ্রস্ত দলীয় কর্মীদের টোনিক দিলেন সুদীপ বর্মন। যদিও তার আইয়া পড়তাছি হুমকী কেউ আর বিশ্বাস করে না। সুদীপ বর্মন যে একজন ব্যর্থ নেতা তা বারবার প্রমানিত হয়েছে। নতুন করে আর প্রমান চায় না রাজ্যবাসী। তবে ২৭ও ৩২এর ফর্মূলা যা

দিয়েছেন তা অবাস্তব ও কংগ্রেসের সংখ্যা মাত্র ৩। মাত্র ১১ আর ১৩। ৩জন নিয়ে তার স্বপ্ন

সদীপ বর্মন বিধায়ক সিপিএম এর তিপ্রা মথার বিধায়ককে দেখা আর

কারন ৩জন বিধায়কের মধ্যেই বীরজিৎ, গোপাল আর সুদীপ বর্মনকে মানতে রাজী নন এক সাথে শপথও নেন নি তারা। অন্যদিকে সিপিএম স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাথে তাদের কোন জোট হয় নি। হয়েছে আসন সমঝোতা যা শুধু নির্বাচনের সময়েই সীমাবদ্ধ ছিল। আর কংগ্রেস সিপিএমকে ভোট দেয়নি। এই ব্যাপারে নিশ্চিত সিপিএমের নেতৃত্ব। তাই শপথ গ্রহন একাই করেছেন অধ্যক্ষ এর মধ্যে। আর তিপ্রা মথা প্রদূতের দলের কোন বিশ্বাস নেই। সকালে এক কথা, দুপুরে এক কথা আবার রাত্রে

আরেক কথা। বিজেপিকেও খুশি রাখছেন আবার কংগ্রেস সিপিএমকেও আশা দিচ্ছেন। প্রদ্যুতের কোলন খাতায় করে ক্রমেই নিঃস্ব হচ্ছে সিপিএম কংগ্রেস নেতৃত্ব। ২৭ যে কোন দিনও এক সাথে হবে না তা স্পষ্ট। আর ২৭এর গল্প বলেনি প্রদ্যুত নিজেও। বলেনি সিপিএমও। ২৭এর গল্প সুদীপ বর্মনের মন গড়া আবার রাজ্যবাসীকে বোকা বানানো নয়া কৌশল। তিনি বরাবরই নির্বাচনের পড়ে একই ধরনের গল্প বাজারে আনছেন। যদিও এবার আর গল্পের বিশ্বাস করবে না রাজ্যবাসী।

মন্দির নগরীতে যুবকের মৃত্যু

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : মন্দির নগরীতে এক যুবকের মৃতদেহ উদার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ কবে এলাকায তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে মন্দির নগরী উদয়পুরের জোয়ালি খামার এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম জিতেন্দ্র দাস। বাডি কাঁকডাবন থানাধীন হুরিজলা গ্রামে।তার গায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

চালাত। জানা যায় মৃত যুবক শুক্রবার রাতে পাশের বাড়ির এক ব্যক্তির বাইক নিয়ে বের হয়। তার আগে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলছিল।।এর পরেই বাইক নিয়ে বের হবার পর রাতে বাড়ি ফেরে নি। শনিবার রাস্তার মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পাশেই দাঁড় করানো ছিল বাইকটি ৷খবর দেয়া হয় মৃত যুবকের বাড়িতেও। পরবর্তীতে মৃতদেহ পেশায় সে গাডি চালক। উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে

<mark>ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :</mark> যৌন হেনস্থার দায়ে অভিযক্ত জব্বর আলী গ্রেফতার ঘটনা ২০১৭ সালে বিলোনীয়া বনকর মসজিদ চত্বরে। যেখানে ছোট ছোট কচিকাচা পড়ুয়াদেরকে মাদ্রাসার শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল পলাতক মাদ্রাসা শিক্ষক জব্বর আলী। শিক্ষাদানের নাম করে কচিকাঁচা পড়ুয়াদেরকে শিক্ষক জব্বর আলী বিকৃত যৌনতার স্বীকার করতো বিভিন্ন সময়ে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছিল অভিভাবক সহ শিক্ষক মহলেও। একসময় সার্বিক অভিযোগ প্রতিবাদের রূপ ধারণ করছে দেখে অবস্থা বেগতিক বুঝে মসজিদ ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত শিক্ষক জব্বর আলী। পরবর্তী সময়ে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালেই ১০৮ নম্বরে একটি মামলা দায়ের করা হয় বিলোনীয়া থানায়।যার নম্বর ১০৮/২০১৭ : পলিশ ৩৭৭ এবং ৬ পক্সো ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে।

দীর্ঘদিন খোঁজা খাঁজির পর অবশেষে নিলাম বাজার পলিশের সহযোগিতায় চোরাইবাড়ি এলাকা থেকে অভিযুক্ত জব্বর আলীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় পুলিশ। শুক্রবার রাতে নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া থানায়, শনিবার সকালে আদালতে পেশ করা হয় অভিযুক্ত জব্বর আলীকে।



অনলাইন লটারির মাধ্যমে

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :ঐতিহ্যবাহী আগরতলা বইমেলায় স্টল পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা উর্ধগামী হওয়ায় স্থান সংকূলান করতে গিয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বইমেলা পরিচালন কমিটি। আগরতলা বইমেলার ঐতিহ্য আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। হাঁপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনেও বইমেলায় অংশগ্রহণকারী পাবলিশার ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের স্থান সংকুলান করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এবছর স্টল দেওয়ার জন্য আবেদন পড়েছে ১৯০টির উপর। কিন্তু হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনেও সবাইকে স্থান দেওয়া যাচ্ছে না। এবছর মোট স্টল থাকছে ১৭৬ টি। তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে স্টল গুলিকে। বড়, মধ্যম ও ছোট। গত বছর স্টল ছিল ১৬০ টি। এ বছর বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও হরিয়ানা ইত্যাদি জায়গা থেকে বিভিন্ন পাবলিশাররা তাদের স্টল দেবেন। আজ অনুষ্ঠিত হয় লটারি। উপস্থিত ছিলেন আইসিএ অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

ইচ্ছে থাকলেও কোন কাজ করার দলের কর্মী সমর্থকদের দেববর্মনকে বোঝাতে চাইছেন যান দুর্ঘটনায় পূর্ননির্বাচিত প্রণব সরকার

রায়পুরে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধিত করছেন আইজেইউ-র সম্পাদক প্রণব সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি ।। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার পুনরায় জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। আজ ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদে পনরায় নির্বাচিত হয়েছেন গীতার্থ পাঠক, মহাসচিব পদে পুনরায় নির্বাচিত সাবিনা ইন্দ্রজিৎ, রিটার্নিং অফিসার রামখং পামেল নির্বাচন শেষে জয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। এছাড়াও ত্রিপুরা থেকে NEC মেম্বার হয়েছেন সন্তোষ গোপ, NEC মেম্বার হয়েছেন সৈয়দ সাজ্জাদ আলী। দু'দিন ব্যাপী জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলন আজ সমাপ্ত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সদস্য বিনোদ কোহলি এবং সর্বভারতীয় নেতা সাবা করিম। দেশের প্রায় অধিকাংশ রাজ্য থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। IJU'র দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একত্রিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই ব্যাপারে ৬ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। IJU'র বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্বরাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রণব সরকার এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ভে ২য় পাতায় দেখুন

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: মানুষের শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যেই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযানের সূচনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে সফলভাবে এই অভিযানের তিনটি পর্যায়ের সমাপ্তি হয়েছে। আজ থেকে চতুর্থ অভিযানের সূচনা হলো। আজ সাক্রমে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযানের চতুর্থ পর্যায়ের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অভিযান সুস্থ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। রাজ্যের ১২ লক্ষ শিশুকে এই অভিযানের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্ৰী বাল্য বিবাহ ও কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থা রোধে



মনু বাজার সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহা

কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিষ বসু, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি শুভাশিষ দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা.

> **CMYK** +

বন্দুক উদ্ধার

ক্তে ৮ এর পাতার পর

সংবাদের ভিত্তিতে বনদপ্তরের

কর্মীরা এদিন ভোররাতে বালুছড়া

এলাকায় গিয়ে পাচারকারীদের

আটক করার উদ্দেশ্যে উৎ পেতে

বসে থাকেন। শনিবার ভোর সাড়ে

পাঁচটা নাগাদ কর্মীরা প্রত্যক্ষ করেন

দই জনজাতি যবক বাইসাইকেলে

করে চোরাই কাঠ নিয়ে আসছেন।

সাথে তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন

তাঁদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল

দেশি বন্দুক। তাঁরা বনকর্মীদের

দেখতে পেয়ে বাইসাইেকল সহ

কাঠ ফেলে পালিয়ে যাওয়ার সময়

হাত থেকে বন্দুকটি জঙ্গলে পড়ে

গেছে। ওই দুই যুবক ফেলে

পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই

ঘটনায় খবর দেওয়া হয়েছে

তেলিয়ামুড়ার থানায়। পুলিশ ওই

ঘটনায় তদন্ত শুরু করছে। হিন্দুস্থান

করলেন মোদী-হাসিনা, সূচনা নতুন সম্পর্কের

লাইনে ভারত ও বাংলাদেশ পাবে

বিশেষ সুবিধা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী

সমাচার/তানিয়া/সন্দীপ

জানিয়েছেন তিনি।

CMYK

নেতৃত্বাধীন এবং তৃতীয়বারের জন্যই তৃণমূল চাইছে একে একে প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। শাহর বক্তব্য, মোদির আমলে কাশ্মীর সমস্যা, উত্তর-পূর্বের সমস্যা এবং নকশাল সমস্যা অনেকটা মিটেছে। সার্জিক্যাল স্টাইকের পর কোনও বিদেশি শক্তি ভারতে আক্রমণের সাহস পায়নি। শাহ বলছেন,'প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সেটা মানুষ ঠিক করেন। কিন্তু আমি গোটা দেশ ঘুরেছি। এবং আমি বলছি ফের ক্ষমতায় আসবে এবং নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হবেন।'

তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মোদিকে যে কৃতিত্ব শাহ দিচ্ছেন, সেই কৃতিত্বগুলি আসলে অমিত শাহর নিজেরই প্রাপ্য। কারণ যদি সত্যিই উত্তর-পূর্ব ভারত, কাশ্মীর বা নকশাল সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে, তাহলে সেটার কৃতিত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরই প্রাপ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন নিজে কৃতিত্ব না দিয়ে মোদিকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন শাহ? প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে। অনেকে মনে করছেন, বিজেপি ভালমতোই বুঝে গিয়েছে যে মোদি ছাড়া গোটা দেশে গ্রহণযোগ্য আর কোনও মুখ তাদের হাতে নেই। তাই এখন থেকেই সরকারের সব দফতরের কৃতিত্ব মোদিকে দিয়ে তাঁর ভাবমূর্তি মেরামতের চেষ্টা করা হচ্ছে।

গণি মিয়ার বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি ধর্ষণের মামলা রয়েছে। তাছাড়া সন্দীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে থানায়।জানা গেছে,, আগরতলার কোন এক জায়গা থেকে ৬৩ কৌটা ড্রাগস তেলিয়ামুড়ায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। মূলত, তেলিয়ামুড়ার যুব সমাজকে ধ্বংস করতে এই ড্রাগসগুলো নিয়ে আসছিল ওই দুই ড্রাগস পাচারকারী। তবে যাই হোক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের তৎপরতায় অবশেষে ড্রাগস গুলি পুলিশের হাতে

বাজেয়াপ্ত হয়। দঘটনায়

একটি মাল বুঝাই বোলেরো গাড়ি সহজুরে ধাক্কা মারে বাইকটিকে এতে বাইকে তিন যুবক ছিটকে জাতীয় সড়কে পড়ে যায়। পরবর্তীতে জাতীয় সড়কে তিন যুবকে পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজনরা কাঁকডাবন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন যুবকে উদ্ধার করে কাঁকড়াবন প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কাঁকড়াবন হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে থানান্তর করে দেয়। গোমতী জেলা। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সম্রাট দে(১৮)কে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে। অপর দিকে অনিমেষ দেবনাথ, এবং সৈকত ভৌমিক প্রাথমিক চিকিৎসার পর জেলা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয় এদিকে পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘাতক মাল বোঝা ব্লুলুর গাড়িটিকে আটক করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে নিহত এবং আহত দের পরিবারের লোকজনদের সূত্রে জানা যায় তিন যুবক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন বাগমা সমতল পাড়া হাই স্কুলের।

মানুষেরা রাজনীতি করবেন না। ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের তাদের প্রয়োজন একটু ভালোভাবে জীবনধারনের সুযোগ আর যে দল ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও এটা দিতে পারবে তারাই হবে সমাহর্তা সাজু বাহিদ এ, দক্ষিণ সেইসব মানুষের কাছে ভরসাযোগ্য। যেহেতু মথার সামনে মানুষের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ রয়েছে সেইহেতু বুবাগ্রা সেই সুযোগের সদব্যবহার করুন এটা চান নেতারা। ফলে প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের উপর দলের তরফেই এবার চাপ বাড়ছে।ফলে যেকোন মূল্যেই হউক প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সাক্রম ভয়াবহ। কিছু এলাকায় মথা যেন সরকারের শরিক হয়। নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে সামরিক বাহিনী একে অপরের অন্যথায় দল টিকিয়ে রাখাও এক জেলা ও মহকুমান্তরের অত্যন্ত কাছাকাছি মোতায়েন সংকটময় মুহুর্তে এসে দাঁড়াতে আধিকারিকদের সাথে এক করা রয়েছে। এমনটাই

লাহ(সঙ্গ ব্যাতল প্রথম পাতার পর

অন্যান্য অনিময়ের বিষয় ধরা পডায় মেসার্স ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালের কর্ণধার নারায়ণ দত্তগুপ্তকে শোকজ করা হয়। উত্তর সস্তোষজনক না হওয়ায় ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার এক আদেশে লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ জারি করেছেন।

রাহুলকে

সংখ্যা প্রায় ৪৯০জন। এদিন

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

পরীক্ষা সেন্টার ঘূরে দেখে সংবাদ

প্রতিনিধির মুখোমখি হয়ে

সংবাদ সংস্থা : ভারত-বাংলাদেশ

আঞ্চলিক দলগুলিকে সম্বলিত করে জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলকে প্রধান বিরোধী মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তুলে ধরতে। বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলিকে এক

পারলে বিজেপিরই লাভ। সেই

কারণে রাহুলের মন্তব্যকে এত

গুরুত্ব দিয়ে তারা তাঁকে সংসদ

দাদাগিরি। আবার অনেক বিরোধী

দলই চাইছে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব

ছাড়া বিজেপি বিরোধী জোট

অর্থহীন। কেননা এখনও যে বিভিন্ন

রাজ্যে কংগ্রেসই প্রধান শক্তি তা

অস্বীকার করা যায় না। সেখানে

কোনো আঞ্চলিক দল নেই। আর

সেখানে আঞ্চলিক দল প্রবেশ কবা

মানে বিজেপিরও পোয়াবারো।

পাঠানো হয়। মৃত যুবকের দেহে

আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে খন

করা হয়েছে বলে দাবি করেন তার

ভাতিজা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু

করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই

ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক

করতে সক্ষম হয়নি আর কে পুর

থানার পুলিশ। এ ব্যাপারে একটি

মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত

অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। এদিকে

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ

ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায়

তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়।এটি একটি

পরিকল্পিত খুন বলেও অনেকে

শুভাশিষ দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ

অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, দক্ষিণ

জেলার এসপি কুলবস্ত সিং, দক্ষিণ

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা.

সুব্রত দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

সহ অন্যান্য অতিথিগণ শিশুদের

নিয়মিত টিকাকরণ নিয়ে প্রচার

পুস্তিকার আবরন উন্মোচন করেন।

এদিন সারুম সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী

সচিব, অধিকর্তা, আধিকারিকদের

কাছ থেকে জেলার বিভিন্ন

উন্নয়নমূলক কাজগুলি সম্পর্কে

জেলায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি

দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দেন।

উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে মুখ্যমন্ত্রী

আরোপ করেন।

আশঙ্কা করছেন।

বলেন, গোটা রাজ্যের সাথে আমার বিধানসভা কেন্দ্রেও ছাতার তলায় এনে কীভাবে তিনটি সেন্টারে পরীক্ষা চলছে। বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, আজ আমি কল্যাণপুর স্কুলের তা-ই দেখাবে তৃণমূল কংগ্রেস। সেন্টার ঘুরে দেখি এবং কংগ্রেসকে ছাড়াই যে বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের কোন সমস্যা, আঞ্চলিক দলগুলি বিজেপিকে শিক্ষক-শিক্ষিক্ষাদের কোনও হারানোর জন্য যথেষ্ট। সমস্যা আছে কিনা সেই বিষয় তৃণমূল বলছে, রাজ্যে রাজ্যে নিয়ে কথা বলেন। তাছাড়াও শ্রী আঞ্চলিক দলগুলি যদি বিজেপিকে পিনাকী আশা রাখেন কোনো হারাতে সম্ভবপর হয়, তাহলে ধরনের সমস্যা হবে না এবং নির্বাচনের পর পরিস্থিতি দেখে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বলেন বিরোধী জোটের মুখ তৈরি করা তারা যাতে ভালো ফলাফল হবে। নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজ্যে করেন পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সুন্দর একলা চলো নীতিতে আঞ্চলিক ভাবে গড়ে উঠে। তিনি জানান দলগুলি বিজেপির বিরুদ্ধে জয় বিদ্যালয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা হাসিল করার জায়গায় আছে বলে রাখা হয়েছে যাতে করে বিশ্বাস তৃণমূলের। এই মর্মে রাহুল পরীক্ষার্থীর কোনও ধরনের গান্ধীকে বিরোধী মুখ হিসেবে সমস্যা না হয়।। একহাত নিয়েছে তৃণমূল। তণ্মলের অভিযোগ, বিজেপি ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপ লাইনের উদ্বোধন রাহুল গান্ধীকে বিরোধী মুখ বানানোর চেষ্টা করছে। কেননা রাহুলকে বিরোধী মুখ করতে

থেকে বরখাস্ত করতে চাইছে। এটা মৈত্রী পাইপ লাইনের উদ্বোধন আসলে তাঁকে প্রধান বিরোধী হল শনিবার। ৩৭৭ কোটি টাকা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। কংগ্রেসকে বরান্দে এই মৈত্রী পাইপ লাইনের কিছুতেই মানতে পারছে না সূচনা করলেন ভারতের তৃণুমূল। এই মর্মে তৃণমূল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কংগ্রেসকে একহাত নিয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ অভিযোগ, হাসিনা। এই পাইপ লাইনের বিজেপি-বিরোধী জোটের বিগ বস সূচনার মাধ্যমে তৈরি হল নতুন হওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। কিন্তু সম্পর্কের। এদিন উদ্বোধনী তা তারা মানবেন না, এনেক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর আঞ্চলিক দলই মানবে না বক্তৃতায় বলেন, এই পাইপ কংগ্রেসকে। তাই তারা বিজেপি লাইনের উদ্বোধনে দুই দেশের বিরোধী অবস্থানের পাশাপাশি সম্পর্কের নতুন এক অধ্যায়ের কংগ্রেস বিরোধী অবস্থানও নিচ্ছে। সূচনা হল। শনিবার ভিডিও তৃণমূলের মতেই সমাজবাদী পার্টি কনফারে ন্সের মাধ্যমে ও বিজেডির অবস্থান। যদিও ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কংগ্রেস মনে করছে, তৃণমূলের এই পাইপলাইন উদ্বোধন করেন দুই চেষ্টা আসলে বিজেপির হাত শক্ত প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী। করতে। তারা মুখে বিজেপি বৰ্তমানে বাংলাদেশে ৫১২ বিরোধিতার কথা বললেও, আদতে কিলোমিটার রেলপথ দিয়ে তারা বিজেপির জয়ের পথ মসূণ ডিজেল সরবরাহ করা হয়। এদিন করতে চায়। বিভিন্ন রাজ্যে তাদের আরও ১৩১.৫ কিলোমটার এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। এবার রেলপথ দীর্ঘ রেলপথ বসানো জাতীয় ক্ষেত্রেও তারা একই হয়। অসমের নুমালিগড় থেকে অবস্থান নিতে চাইছে। এসব বাংলাদেশে বছরে ১ মিলিয়ন টন আসলে মোদী-দিদির সেটিং। ডিজেল সরবরাহ করা হবে এই তৃণমূলের মতো অনেক বিরোধী দল মানতে চাইছে না কংগ্রেসের

নরেন্দ্র মোদী জানান, এই নয়া পাইপ লাইনের ব্যবস্থা কেবল পরিবহণ খরচ বাঁচাতে সাহায্য করবে না, জালানি সরানো কার্বন ফুটপ্রিন্টও কমিয়ে দেবে। এই পাইপলাইন প্রকল্পের নির্মাণ শুরু হয় ২০১৮ সালে। এটি দুই প্রতিবেশীর মধ্যে প্রথম আন্তঃ সীমান্ত শক্তি পাইপলাইন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মৈত্রী প্রকল্প তৈরিতে মোট ব্যয় হযেছে ৩৭৭ কোটি। এই ৩৭৭ কোটি টাকার মধ্যে পাইপলাইনের বাংলাদেশ অংশের জন্য খরচ হয়েছে ২৮৫ কোটি টাকা। সেই টাকা অনুদান সহায়তা হিসেবে বহন করেছে ভারত সরকার। এই প্রকল্পের বিষয়ে জানা গিয়েছে, আইবিএফপিএল বার্ষিক ১ মিলিয়ন টন ডিজেল পরিবহণ করবে। এই ১ মিলিয়িন টন ডি জেল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সাতটি জেলায়

পথ দিয়ে। দু-দেশের মৈত্রী পাইপ ভারত - বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছিল। এই পাইপলাইনের সাহায্যে শুধ বাংলাদেশ নয়, উত্তর পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতেও ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন উচ্চগতির ডিজেল সরবরাহ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভার্চুয়ালি সঙ্গী করে এই পাইপ লাইনের উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পকে মৈত্রী প্রকল্প বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ভারত ও বাংলাদেশ- এই দুদেশের মধ্যে মৈত্রী পাইপ লাইন প্রকল্পের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এক নয়া সম্পর্কের সূচনা হল। দুই দেশ এক মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হল। এই মৈত্রী পাইপলাইনের ফলে ভারতের অসম ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুবিধা পাবে। এর ফলে দু-দেশের মধ্যে এক মৈত্রীর আবহ তৈরি হবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীরই এই প্রকল্পে

কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভারতবিরোধী চক্রের সঙ্গে জড়িত: কিরেন রিজিজু

সংবাদ সংস্তা: কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সভাপতি রাহুল গান্ধীর উপর আঘাত পালন করার চেষ্টা করছে।' কিছু করেছেন যে কিছু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং কিছু কর্মী, যারা ভারত বিরোধী দলের অংশ হয়ে উঠেছে, তারা ভারতীয় বিচার বিভাগকে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছে। রিজিজু আবারও বিচারপতি নিয়োগের কলেজিয়াম পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেছিলেন যে এটি কংগ্রেস দলের 'দুঃসাহসিক'

''ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ''-এ বক্তব্য রাখছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তবে ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় পরে একই প্রোগ্রামে কলেজিয়াম সিস্টেমকে রক্ষা করে বলেন, 'প্রত্যেক সিস্টেমই ত্রুটিমুক্ত নয়, তবে এটি আমাদের বিকশিত সেরা সিস্টেম।'

তিনি বলেন যে এই ব্যবস্থাটি 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার লক্ষ্যে, যা একটি মৌলিক মূল্য'। ভারতের গণতন্ত্রের অবস্থা নিয়ে লন্ডনে তার সাম্প্রতিক মন্তব্যের জন্য রিজিজু প্রাক্তন কংগ্রেস কথা বলে সে বলে যে তাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। রিজিজু অভিযোগ করেন, 'ভারতের ভিতরে এবং বাইরে ভারত বিরোধী শক্তি একই ভাষা ব্যবহার করে যে গণতন্ত্র হুমকির মুখে, ভারতে মানবাধিকার নেই। রাহুল গান্ধীও সেই ভাষা ব্যবহার করেন যা এই ভারত-বিরোধী দল বলে।তিনি বলেন যে রাহুল গান্ধী যা বলেন তা "একই ইকোসিস্টেম" দ্বারা "উচ্চ স্বরে" প্রচার ও সম্প্রচার করা হয়। রিজিজু বলেন, "ভারতের ভিতরে এবং বাইরে একই ইকোসিস্টেম কাজ করছে। আমরা এই "টুকডে টুকডে গ্যাং"কে আমাদের অখণ্ডতা ও আমাদের সার্বভৌমত্ব নম্ট করতে দেব না এবং সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল ''বিচার পতি নিয়োগে জবাবদিহিতা"।'

রিজিজু বলেন, 'অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্যে সম্ভবত তিন বা চারজন বিচারপতি এবং কিছু কর্মী যারা ভারত বিরোধী দলের অংশ। এই লোকেরা ভারতীয় বিচার বিভাগকে বিরোধী দলের ভূমিকা

কিরেন রিজিজু শনিবার দাবী হানেন। যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি লোক এমনকি আদালতে গিয়ে বলেন, সরকারকে লাগাম দিন, সরকারের নীতি পরিবর্তন করুন। এসব মানুষ চায় বিচার বিভাগ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করুক, যা সম্ভব নয়। বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ', তিনি বলেন। তিনি বলেন, "বিচার পতিরা কোনও দলের অংশ নন, কোনও দলের সঙ্গে তাদের কোনও রাজনৈতিক সম্পুক্ততাও নেই। এই লোকেরা কীভাবে প্রকাশ্যে বলতে পারে যে ভারতীয় বিচার বিভাগকে সরকারের মুখোমুখি হতে হবে। এটা কী ধরনের অপপ্রচার।" এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কেউ পালাতে পারবে না।' বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে রিজিজু বলেন, 'বিচার পতি নিয়োগের সূচনা এবং চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের কোনও ভূমিকা নেই।'

ভয়াবহ!জানালেন বিদেশমন্ত্ৰী

হিমালয়ান রিজিয়নে ভারত ও চিনের মধ্যে পরিস্থিতি অত্যস্ত পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত দপ্তরের জয়শঙ্কর। এদিকে ডিসেম্বর মাসে ফের ইস্টার্ন সেক্টরে দুপক্ষের মধে সংঘর্বের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। খোঁজ খবর নেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তার জেরে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোনও ঘটনা হয়নি।তেবে ইভিয়ো টুডে কনকুতে উপস্থিত হয়ে আধিকারিকদের যেকোন কর্মসূচির বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ক্ষেত্রে ফিল্ড ভিজিটের উপর গুরুত্ব জানিয়ে ছেন, আমার মনে

হচ্ছে ওখানকার যে পরিস্থিতি

আমাদের সেনা খুব কাছাকাছি মোতায়েন করা রয়েছে। সেনার মূল্যায়ন অনুসারে, পরিস্থিতি

ভয়াবহ। এদিকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সম্প্রতি দাবি করেছিলেন চিনের থেট সম্পর্কে ভারতের বিদেশমন্ত্রী একদম বুঝাতে পারেন না। এনিয়ে নিউ দিল্লিতে ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে উপস্থিত হয়ে রাহুলকে নিশানা করেও তির ছুঁড়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। তিনি নাম না করে বলেন কেউ কেউ আবার চিন নিয়ে চোখের জল ফেলছে। এর সঙ্গেই তার সংযোজন পান্ডা হাগার্সরা আবার চিনের হক হতে চাইছে। সাধারণত কমিউনিস্টি চিনের নীতির প্রতি দরদ রয়েছে

সংবাদ সংস্থা : পশ্চিম সেটা বেশ ভঙ্গুর। কিছু জায়গায় এমন ব্যক্তিদের পান্ডা হাগার্স বলে কটাক্ষ করা হয়। এদিকে রাহুল গান্ধী সম্প্রতি লন্ডনে বসে ভারতের বিদেশমন্ত্রীকে নিশানা করেছিলেন। এবার পালটা নাম না করে রাহুলকে বিঁধেলনে জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ভারতের নাগরিক হিসাবে যখন দেখি কেউ চিনের জন্য চোখের জল ফেলছেন তখন তা দেখে অবাক লাগে। তিনি আবার ভারত সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলেন। তিনি জানিয়ে দেন, কোনও দেশ সম্পর্কে আপনার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে। কিন্তু ভারতের জাতীয় পরিস্থিতিকে আপনি অবদমিত করতে পারেন না।

আজকের রাশিফল

মেষ রাশিফল

ভালি ৮ এর পাতার পর

দ্ঢ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন

তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী

সাহা রায়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

মঞ্চে তিনজন বিধায়ক ছাডাও

উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুরার পুর

পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক

সরকার, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত

সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন

গোপ, কল্যাণপুর ব্লকের ভিডিও

তরুণ কান্তি সরকার, খোয়াই

জেলার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অসিত

বরণ ঘোষ, পার্থ সারথি রায়। বলা

চলে সংবাদ মাধ্যম যে শুধুমাত্র

সংবাদ সংগ্রহ করে এবং পরিবেশন

করে তা নয়। সংবাদ মাধ্যম যে

বরাবরই মানুষের হয়ে কাজ করে

তা আবারও জানিয়ে দিল

কল্যাণপুর প্রেসক্লাব এই

অনুষ্ঠানের সহযোগী ছিলেন

খবর২৪ নিউজ চ্যানেল। সব

মিলিয়ে বলা চলে প্রেসক্লাবের

আয়োজিত অনুষ্ঠান খুবই

একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তা আজ ফলস্বরূপ ফল পাবে। স্ত্রী স্নেহশীল হবেন। অন্যদের হস্তক্ষেপ বিরোধের সৃষ্টি করবে। আপনি পুরোনো দিনে কর্মক্ষেত্রে কোনো কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছেন যার খেসারত আজকে আপনাকে দিতে হতে পারে আজকে আপনার ফাঁকা সময় অফিসের কাজ পূরণ করতে লেগে যাবে। আপনার স্ত্রী আপনার সাথে থেকে ভালো না হওয়া কিছু জিনিসগুলি বলতে পারেন। ছুটির দিনে আড়ম্বরপূর্ণ মাল্টিপ্লেক্সে ভাল সিনেমা দেখার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে।

প্রতিকার :- প্রেমের জিনও সুখের প্রভাব বাড়ানোর জন্য সাধু সন্তদের সন্মান ও সেবা দান করুন। বৃষভ রাশিফল

আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কারবার বাস্তবায়িত হবে এবং অবিশ্বাস্য লাভ এনে দেবে। আত্মীয়দের কাছে ছোট সফর আপনার ক্লান্তিকর দৈনিক কাজের সূচীর থেকে আরাম এবং হালকা মূহুর্ত আনবে। মোমবাতির আলোয় ভালোবাসার মানুষটির সাথে খাবার ভাগ করে নেওয়া। নির্জনে সময় কাটানো ভালো কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে যদি অন্য কিছু ঘোরে তাহলে লোকজনের থেকে দূরে সরে আপনি আরো অসুবিধায় পড়তে পারেন। এই জন্যে আপনাকে আমরা পরামর্শ দিতে চাইব যে লোকজনের থেকে দুরে সরে যাওয়ার থেকে কোনো অভিজ্ঞ লোকের সাথে নিজের অসুবিধার কথা বলুন। আপনার স্ত্রী আজ আপনাকে খুশি করার জন্য সমস্তরকম প্রচেষ্টা করবে। সাফল্যের জন্য স্বপ্ন দেখা খারাপ নয়, তবে আপনার মূল্যবান সময়টি কেবলমাত্র স্বপ্নে দেখার জন্য ব্যয় করা ভাল ধারণা

প্রতিকার :- জীবনে বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে ওঠার জন্য আপনার মধ্যে ধার্মিক চিন্তা ভাবনা বাড়িয়ে তুলুন, ঈস্বরে বিশ্বাস করুন ও দান কর্ম করুন।

মিথন রাশিফল আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিছু অসুবিধা থাকবে কিন্তু এরফলে আপনার মনের শান্তি নম্ভ হতে দেবেন না। প্রেমের উচ্ছাস অনুভব করার জন্য কাউকে খুঁজে পেতে জাগজমগ ভাবে অনুষ্ঠিত পারেন। এই রাশির জাতক আজকে খালি সময়ে সৃজনাত্মক কাজ করার পরিকল্পনা করবেন কিন্তু উনার এই পরিকল্পনা পূরণ হবে না। আপনি এবং আপনার স্ত্রী আজ প্রেম করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন বলে মনে হচ্ছে। আপনার বাড়ি ছাড়ার আগে, আপনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং অন্যান্য জিনিসগুলি পরীক্ষা করুন। প্রতিকার :- নিয়মিত ১০৮দিন ধরে পা ছুঁয়ে শ্রদ্ধার সাথে বয়স্ক মহিলাকে প্রণাম করুন, আপনার পারিবারিক

কর্কট রাশিফল

কোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, য়েহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্কার অধিকারী হবেন। কিছু সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা শুধু আপনাকেই নয় আপনার পরিবারকেও মুগ্ধ করবে। আপনাকে আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আপনার প্রিয়জন একটু বিরক্তকর বলে মনে হবে- যা আপনার মনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। আজকে সময়ের সোন্দর্যের দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আপনি নিজের জন্য সময় বার করতে পারেন কিন্তু হটাৎই অফিসের কোনো কাজ চলে আসায় আপনি নিজেকে সময় দিতে সফল হবেন না। ভুল যোগাযোগ আজ একটি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বসে এবং কথা বলে আপনি তা সামালাতে সমর্থ হবেন। আজকে আপনি আপনার কোনো বন্ধুর জন্য কোনো বড় সমস্যার থেকে বাঁচতে পারেন।

প্রতিকার :- সূর্য্য স্নান (গম, গোটা লাল মুসুর এবং লাল সিঁদুর মিশিয়ে স্নান) করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্য সুন্দর থাকবে। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। আপনি পরিবারে একজন শান্তিস্থাপকের কাজ করবেন। জিনিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সবার সমস্যায় কান দিন। আপনার প্রাণের বন্ধু সমস্ত দিন আপনি সম্পর্কে চিন্তা করবে। আজ আপনি পরোপকার ও সামাজিক কাজের দিকে আকষ্ট হবেন- ভালো কাজে সময় দিয়ে আপনার জীবনে অভতপূর্ব পরিবর্তন আনতে পারেন। প্রেম তার শ্রেষ্ঠ সময়ে পৌঁছবে যখন আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর সঙ্গে মানসিক বন্ড অনুভব করতে পারবেন। রাত্রে কোনো ঘনিষ্ট ব্যাক্তির সাথে আপনি ফোনে অনেক সময় ধরে কথা বলতে পারেন আর আপনার জীবনে কি চলছে সেইসব বলতে পারেন।

প্রতিকার:- শান্তিপূর্ণ এবং সমন্বিত পারিবারিক জীবনের জন্য ১০৮ দিন ঘরে গঙ্গাজল ছডান।

এমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শান্তভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আপনি আজ অজানা উত থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। ছোট ভাই বা বোন আপনার পরামর্শ চাইতে পারে। মোমবাতির আলোয় ভালোবাসার মানুষটির সাথে খাবার ভাগ করে নেওয়া। ফাঁকা সময়ে আজকে আপনি মোবাইলে কোনো ওয়েব সিরিজ দেখতে পারেন। আপনার স্ত্রী আজ আপনাকে খুশি করার জন্য সমস্তরকম প্রচেষ্টা করবে। কাউকে কিছু না বলে আজকে আপনি ঘরে একটি ছোট্ট পার্টি রাখতে পারেন।

প্রতিকার :- কোনো অকার্জকর মুদ্রা বহমান জলে নিক্ষেপ করলে তা স্বাস্থ্যের ওপর ভালো প্রভাব দেখাবে। তুলা রাশিফল

্র আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যতু নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। আজ আপনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। এটাই আপনার জন্য বুঝতে পারার সঠিক সময় যে রাগ হল স্বল্প পাগলামির রূপান্তর এবং এটি আপনাকে গরম জলের মধ্যে ফেলতে পারে। মতপার্থক্যের দরুণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। আপনাকে আপনার ঘরের ছোট সদস্যের সাথে সময় কাটানো শেখা দরকার। যদি আপনি সেটা না করেন তাহলে আপনি ঘরে সাদৃশ্য করতে অসফল হবেন। আপনার স্ত্রীর উপদ্রুত স্বাস্থ্যর কারণে আপনার কিছু কাজ আজ ব্যাহত হতে পারে। দৌড়াতে স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার পক্ষে খুব ভাল প্রমাণ হতে পারে। এটি সম্পর্কে দুর্দান্ত জিনিসটি - এটি নিখরচায় এবং তবুও সর্বোক্তম অনশীলন।

প্রতিকার :- ভবন ভৈরব কে প্রসাদ দিলে তা আপনার প্রেম জীবনের জন্য লাভদায়ক হবে। বৃশ্চিক রাশিফল

কেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। এই অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগগুলি আপনার শরীরে হীন প্রভাব আনতে পারে এবং ত্বকের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয় করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে। তবে ব্যয় আপনার আত্মাকে কমিয়ে দিতে পারে। যদি যোগাযোগ এবং আলোচনা ঠিকমত কাজ না করে- তাহলে আপনি আপনার শাস্ত মেজাজ হারাতে পারেন- যার জন্য আপনাকে পরে অনুতাপ করতে হবে- তাই বলবার আগে ভাবন। আজ আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন আপনার প্রণয়ী আপনাকৈ কতটা ভালবাসে। আজ এই রাশির লোকৈদের অতিরিক্ত সময়ে আরো বেশি বই পড়া উচিত।এটি করা আপনার অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটা আপনার সম্পূর্ণ বিবাহিত জীবনে সবচেয়ে সুখকর দিন হবে। বাচ্ছাদের সাথে সময় কি করে কেটে যায় তা বোঝায় যাই না সেটা আপনি আজকে নিজের বাচ্ছাদের সাথে সময় কাটিয়ে বুঝতে পারবেন।

প্রতিকার :- হনুমান চালিশা পাঠ করলে স্বাস্থ্যের জন্য ফলপ্রসূ হবে।

একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনার যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ আজ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে যার কারণে আপনাকে হাসপাতালে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। বন্ধু-ব্যবসায়িক সহযোগী এবং আত্মীয়দের সাথে কারবার করার সময় আপনার আগ্রহকে রক্ষা করুন-যেহেতু তাঁরা আপনার প্রয়োজনের প্রতি বিবেচক নাও হতে পারেন। আপনার প্রণয়ী সমস্ত দিন মারাত্মকভাবে আপনি মিসকরবে। একটি সারপ্রাইজ পরিকল্পনা করুন এবং এটিকে আপনার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন তৈরি করুন। সফর করার পক্ষে দিনটি ভালো নয়। এটা আপনার সম্পূর্ণ বিবাহিত জীবনে সবচেয়ে সুখকর দিন হবে। কোনও কাজ শুরু করার আগে, এর ফলাফলগুলি এবং আপনার উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

প্রতিকার :- কোনো পবিত্র স্থলে গিয়ে সবুজ নারকোল দান করুন, এর ফলে পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে।

আপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন যে কেউ আপনাকে এই রকম ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রাগায় নি। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিয়োগ প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়, যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত লাভজনক রিটার্ন হিসাবে। পরিবারে আপনার দমনমূলক মনোভাব পরিবর্তন করার পক্ষে উপযুক্ত সময়।জীবনের উঁচু নীচু ভাগ করে নিতে তাদের সাথে নিকট সহযোগিতায় কাজ করুন। আপনার পরিবর্তিত মনোভাব তাদেরকে অফুরান আনন্দ দেবে। আপনাদের ভাগ করে নেওয়া ভালো মুহুর্তগুলি মনে করিয়ে দিয়ে আপনাদের বন্ধুত্বকে সতেজ করে তোলার সময়। যেই সম্পর্ককে আপনি গুরুত্ব দেন উনাকে সময় দেওয়াও আপন আপনাকে শিখতে হবে নাহলে সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। আপনার স্ত্রী আজ আপনার জন্য সত্যিই বিশেষ কিছু করবে। আজকে চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করুন, তাই বিশ্রাম নেওয়ার প্রতি জোর দিন।

প্রতিকার :- পবিত্র বা ধর্মীয় স্থলে পতাকা বা ব্যানার দান করলে তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য লাভ দায়াক হবে। কুম্ভ রাশিফল

সূজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী প্রকৃতির কারণে আপনি প্রত্যাশার মতো উপার্জন করতে পারবেন না। গৃহস্থালীর কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। একই সময়ে গতিশীলতা বজায় রাখা এবং আপনার শরীরকে নতুন করে সতেজ করে তোলার জন্য কিছু বিনোদনমূলক কাজেকর্মে সময় কাটান। প্রেমে বেদনা আজ আপনাকে ঘুমোতে দেবে না। আপনার বিপুল প্রত্যয়ের লাভ গ্রহণ করুন এবং নতুন যোগাযোগ এবং বন্ধু পাতাতে বাইরে বেরিয়ে পড়ুন। দিনে একটি উত্তপ্ত তর্কের পরে, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটি চমৎকার সন্ধ্যা কাটাবেন। রাগের কারণে আপনি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে অসভ্য কথা বলতে পারেন।প্রতিকার :- নদীতে কালো ও সাদা তিলের বীজ নিক্ষেপ করলে প্রেমিক ও প্রেমিকাদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হবে। মীন বাশিফল

আপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপূর্ণ, যত্নশীল দম্পতি হিসাবে পুনর্নিশ্চিত এবং আবার আবিষ্কার করতে একে অপরের জন্য কিছু সময় কাটান। আপনার বাচ্চারাও ঘরে আনন্দ এবং শান্তির স্পন্দন অনুভব করবে। এটি আপনাকে একে অপরের সাথে আলাপচারিতায় এক বিশাল স্বতঃ স্ফূর্ততা এবং স্বাধীনতা প্রদান করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া এবং রসিদের টাকা প্রদান করা সুবিধাজনক করবে। একঘেয়ে এবং অস্থির দিনে বন্ধু এবং স্ত্রী আপনার জন্য আরাম এবং খুশি বয়ে নিয়ে আসবে। আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা। যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা থেকে থাকে- তাহলে আপনার কর্মসূচীর শেষ মূহুর্তের পরিবর্তনের জন্য তা স্থগিত হয়ে যেতে পারে। আপনার যখন সেরকম কোনও ইচ্ছা নেই আপনার স্ত্রী আপনাকে বাইরে যাবার জন্য জোড় করতে পারেন বা তদ্বিপরীত, যা ঘটনাচক্রে আপনাকে বিরক্ত বোধ করাবে। আজকে আপনি আপনার কোনো বন্ধুর জন্য কোনো বড সমস্যার থেকে বাঁচতে পারেন।

প্রতিকার :- আপনার সাথে প্রেমিক বা প্রেমিকার খুব ভালো বোঝাপড়ার জন্য শিবলিঙ্গের মাথায় কাঁচা দুধ বা দই বা ঘোল ঢালুন।



+

अश्वापत किकिटिल

CMYK



জম্ম-কাশ্মীরের অবন্তীপোরায় বাস উল্টে মৃত্যু ৪ জনের



শ্রীনগর, ১৮ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্তীপোরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জন যাত্রীর, এছাড়াও ওই বাসের বেশ কয়েকজন যাত্ৰী আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে

পলওয়ামা জেলার অবস্তীপোরায়। গোরিপোরা এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর উল্টে যায় বাসটি। দুর্ঘটনাস্থলেই একজন যাত্রীর মৃত্যু হয়, ৩ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রাণ হারান। বেশ

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কাশ্মীরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত

> দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন-নাসিক্দিন আনসারি, রাজ করণ দাস (বিহার), সেলিম আলি (বিহার) ও কাইশের আলম

দু'বছরের নিষেধাজ্ঞার সমাপ্তি, ইউটিউব ফেসবুকে ফিরলেন ডোনাল্ডট্রাম্প



ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ (হি.স.): নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ায়, দ'বছর পর ফেসবকে ফিরলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফেসবুকের পাশাপাশি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইউটিউব অ্যাকাউন্টও পুনরায় চালু

CMYK +

নিষেধাজ্ঞার পর প্রথম ফেসবুক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি ফিরে এসেছি।'ইউটিউবও ট্রাম্পের অ্যাকাউন্টও পুনরায় চালু করেছে। ইউটিউব ইনসাইডারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে. ডোনাল্ড ট্রাম্পের চ্যানেলে আর কোনও নয় করে দেওয়া হয়েছে। দুই বছরের[ি] নিষেধাজ্ঞা থাকছে এবং নতুন নিল ফেসবুক

কনটেন্ট আপলোড করতে পারেন তিনি। আমরা সতর্কতার সঙ্গে বাস্তব-বিশ্বের ঝুঁকির বিষয় মূল্যায়ন প্রসঙ্গত,

সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটলে দাঙ্গায় উস্কানিমূলক পোস্টের জন্য দুই বছর আগে ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিংসায় উস্কানি জোগানোর অভিযোগে ট্রাম্পের উপর দু'বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। সেই সময় ফেসবুকের তরফে জানানো হয়েছিল, দু'বছর পরে পর্যালোচনার করে যদি মনে হয় জনগণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি কমেছে, তবেই ট্রাম্পের উপরে চাপানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। সেই মতো নিষেধাজ্ঞা তুলে

১২৬-দিন পর ৮০০-র ঊর্ষে কোভিড-সংক্রমণ; মৃত্যু ৪

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ছে করোনার প্রকোপ! জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৫,৩৮৯-তে পৌঁছেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৮৪৩ জন, এই সময়ে মত্য হয়েছে ৪ জনের। ১২৬ দিন পর ৮০০-র গন্ডি পেরোল দৈনিক সংক্রমণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫.৩৮৯-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,

বেড়ে ৫,৩০,৭৯৯-এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে. শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১, ৫৮,১৬১ জন করোনা-রোগী. শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৯ হাজার ০৯৫ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,৯৭, ৬৩৮। ইভিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,০২,৫৯১ জনের শরীর

থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে ভূমিকম্প ওয়েলিংটন, ১৮ মার্চ (হি.স.): ফেড ভূকস্পে কেঁপে উঠল নিউজিল্যান্ড। শনিবার ভোররাতে নিউ জিল্যান্ডের কার্মান্ডেক দীপপুঞ্জ এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) অনুযায়ী রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.০। এর আগে গত বৃহস্পতিবার এই অঞ্চলেই ৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ইউএসজিএস সূত্রে খবর, ভূগভের ১০ কিলোমিটার

গভীরে এই কম্পনের উৎসস্থল।

				1 - 11	., -	1 10	1.1 - 1		1
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.38/EE/KD/2022-23 Date: 17.03.2023									
SI. No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid Fee	Last date and time for document download- ing and Bidding	Time and date of opening of Bid	Document download- ing and bidding	
1	1. Re-construction of 50 (fifty) Seated Double Decker ST Girls' Hostel Building (G+1 storied] attached to Pablacherra H.S. School, Kumarghat MC, Unakoti District, Tripura under Special Assistance to States for Capital Expenditure during the year 2021-22/ Phase-1: Ground floor and boundary wall (150 mtr.)./ SH: Building portion including Internal water supply, Sanitary Installation, Sewage, Drainage works and boundary wall. DNITNO:-CE(Buildings)/PWD/DNIT/ACE/Project Unit/94/2022-23	Rs.2,58,78,754.43	Rs.5,17,575.00	450 (four hundred fifty) Days	Rs.8,000.00	Upto 3.00 Hrs on 17.04.2023	At 4.00 Hrs on 17.04.2024	https:// tripuratenders.gov.in	
Details can be seen in the office of the Executive Engineer Kumarghat Division									

PWD (R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura of through website https://tripuratendesr.gov.in

Executive Engineer PWD (R&B), Kumarghat Division Kumarghat, Unakoti Tripura

পালিয়েও শেষরক্ষা হল না, উত্তরাখণ্ড থেকে পাকড়াও সম্বলের কোল্ড স্টোরেজের দুই মালিক

সম্ভল (উত্তর প্রদেশ), ১৮ মার্চ (হি.স.): পালিয়েও শেষরক্ষা হল না, উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলায় কোল্ড স্টোরেজের ছাদ ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় ওই কোল্ড স্টোরেজে দুই মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উত্তরাখণ্ডের হন্দওয়ানি থেকে দু"জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম-রোহিত আগরওয়াল ও অঙ্কিত আগরওয়াল। সম্ভল জেলার জেলাশাসক মনীশ বনসল শনিবার সকালে জানিয়েছেন, কোল্ড স্টোরেজের মালিক রোহিত আগরওয়াল এবং অঙ্কিত আগরওয়ালকে উত্তরাখণ্ডের হল্দওয়ানি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সম্ভল জেলার চান্দউসি থানার অন্তর্গত ইন্দিরা নগর রোডের ধারে অবস্থিত কোল্ড স্টোরেজ চেম্বারের ছাদ ভেঙে পড়ে। সেই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কমপক্ষে ২১ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে নেমেই কোল্ড স্টোরেজের দুই মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই তারা পালিয়ে গিয়েছিল।

গভীর সঙ্কটে উত্তরবঙ্গের চা বলয়, ক্ষতির আশঙ্কা বাড়িয়েছে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

নাগরাকাটা, ১৮ মার্চ (হি.স.): ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে বড় রকমের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কমতে পারে ফার্স-ফ্লাশ চায়ের গুণগত মান। এ বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে পাহাড়ে ৬৬ শতাংশ বৃষ্টিপাতের ঘাটতি ছিল। এবার শিলা বৃষ্টিতে নতুন পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নষ্ট হয়েছে কুঁড়ি। এর পর রোদ উঠলে একাধিক পোকার আক্রমণ বাড়তে পারে। ইতিমধ্যেই প্রিমিয়াম ফার্স-ফ্লাশ চায়ের পাতা তোলা শুরু হয়েছে। মার্চের শেষ অথবা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে উৎপাদিত ফার্স-ফ্লাশ চায়ের সর্বেচ্চি দাম পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক বাজারে। এ বছর ফলন কম। আশঙ্কা চায়ের গুনগত মান নিয়ে। শিলাবৃষ্টি সেই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সব মিলিয়ে গভীর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে চা বলয়। শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে পশ্চিম ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগান। কোন কোন চা বাগানে এত বেশি শিলাবৃষ্টি হয়েছে যে মাথায় চাষিদের।

আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টির পূর্বাভাস কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ১৮ মার্চ (হি.স.): জন্ম ও কাশ্মীরে আগামী ২৪ ঘন্টার জন্য বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। শ্রীনগর থেকে পহেলগাম, গুলমার্গ থেকে জম্মু-সর্বত্রই বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর। এদিকে, ধীরে ধীরে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকায়। শনিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের তাপমাত্রা অবশ্য এখনও হিমাঙ্কের নীচে রয়েছে। এদিন লাদাখের লেহ-তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দ্রাসে মাইনাস ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মুতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ চডে ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

PNIeTNo. 200-217/EE/DWS/BLG/2022-23 dated 16/03/2023 The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 10/04/2023 for Construction of 38Nos. pump house & pipe line along with allied works in different Blocks under Sepahijala District For details please visit https://tripuratenders.gov.in and https://etenders.gov.in/ eprocure/app, or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

> (Er. A.B.Chaudhuri) **Executive Engineer** DWS Division, Bishalgarh

> > (Er. A.B.Chaudhuri)

Executive Engineer

PNIeTNo. 180-199 /EE/DWS/BLG/2022-23 dated 15/03/2023 The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 10/04/2023 for Construction of 42 Nos. pump house & pipe line along with allied works in different Blocks under Sepahijala District For details please visit https://tripuratenders.gov.in and https://etenders.gov.in/ eprocure/app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

ICA-C-4496/23

CA/D/2188/23

ICA-C-4497/23

DWS Division, Bishalgarh

Admission Notification

Regular Mode / Fresher B. Ed. (Two Year) Programme of CTE, Kumarghat, Unakoti for the Session 2023 - 2024

It is to inform all concerned that due to certain technical issues related to ONLINE ADMIS-SION FORM FILL-UP, the online admission form fill up process has been cancelled, and offline admission form fill up for B.Ed. course of CTE, Kumarghat - session 2023-2024 will be done.

The admission form distribution should be done through offline mode from 22/03/2023 to 11/ 04/2023 and the Filled-In form and other necessary photocopies of all documents should be submitted to the CTE, Kumarghat from 22/03/2023 to 13/04/2023 on all working days from 12 noon to 3

The form will be distributed from CTE, Kumarghat only.

The details of the programmes, eligibility criteria and other relevant information are available in the college notice board and college website www.ctekumarghat.in

(Dr.Nibas Chandra Sil) Principal I/C & H/O

শিলচর মধুরবন্ধের আয়ান

: কাছাড় জেলার সদর শিলচর মধুরবন্ধ ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের আট বছরের শিশু আয়ান মঞ্জুর বরভুইয়া খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আরো এক। গত ১১ মার্চ মর্মান্তিক লোমহর্ষক ঘটনার পর আয়ানের পিতা মঞ্জুরুল হক বরভূইয়ার দায়ের করা মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ গতকাল রাতে কাছাড় জেলার শালচাপড়া এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত সজীব উদ্দিন মজুমদারকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে মামলায় অভিযুক্ত হাসান লস্কর, বাগ্গু মজুমদার, পাগ্গু মজুমদার এখনো পলাতক বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, মর্মান্তিক লোমহর্ষক ঘটনাটি গত শনিবার বেলা একটা নাগাদ মধুরবন্দের ওয়াটার ওয়ার্কস রোডে সংগঠিত হয়। মধুরবন্দের মঞ্জুরুল বড়ভুইয়াঁ এবং আলাউদ্দিন মজুমদাররে মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এক জমি বিবাদ চলছিল। আর সেই জমি বিবাদই

করে উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগডা শুরু হলে একসময় রণক্ষেত্রের রাপ নেয়। ওয়াটার ওয়ার্কস রোডে বাড়ির সামনে আচমকা দৌড়ে এসে আয়ানমঞ্জুর বড়ভুইয়াঁর গলা টিপে ধরে ছুরি দিয়ে আঘাত করে আলাউদ্দিন মজুমদারের ছেলে অপু মজুমদার। এর পর স্থানীয়দের সাহায্য নিয়ে পরিবারের সদস্যরা রক্তাক্ত আয়ানকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিকাল তিনটা নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আট বছরের আয়ানমঞ্জুর। এদিকে, প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাত করে শিশু খুনের ঘটনা ধরা পড়ে ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সংস্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খুনিকে শনাক্ত করে। এর পর ঘটনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিলচর

গ্রেফতার করা হয় শিশু-খুনি অপু মজুমদারকে। ওইদিন মঞ্জুরুল হক বড়ভুইয়াঁ অভিযোগ করে বলেন, অপু, পাগ্লু সহ আলাউদিন মজুমদারের তিন ছেলে এবং সাজান, হাসান, সজীবরা তাঁর ওপর প্রায়ই হামলা চালাত। একাধিকবার প্রাণে মারার হুমকিও দিয়েছিল। বাড়িতে আক্রমণ করলে সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে পুলিশের দারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনও ধরনের ততরতা না দেখানোয় ছেলেকে খন হতে হয়। ঘটনার পর শিলচরে এর প্রতিবাদে নামে বিভিন্ন

মোমবাতি মিছিল করে ঘটনার সঠিক তদন্ত ক্রমে বিহীত ব্যবস্থা নিতে স্মারকপত্র প্রদান করা হয় কাছাড় জেলার পুলিশ সুপারকে। ঘটনায় হতভাগ্য আয়ানের পিতার এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে দুইজন অভিযুক্তকে

দেবী দর্শনের পথে চম্বল

করৌলি দেবীর দর্শন করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হল দর্শনার্থীদের । তীর্থযাত্রীদের একটি দল ভেসে গেল চম্বল নদীতে । শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের সীমানাবতী এলাকায় । স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা । আর ১১ জনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ মেলেনি

করৌলি দেবীর মন্দির রাজস্থানের কৌরলি জেলায় অবস্থিত। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের কাছে। ফলে প্রায়ই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দারা ওই দেবী দর্শনে যান। এই দলটিও মধ্যপ্রদেশ থেকে যাচ্ছিল । তাঁরা মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীর বাসিন্দা । ওই দলের ১৭ জনের বেশি তীর্থযাত্রী ছিলেন । যাওয়ার পথে মান্দ্রোয়ালের রোধাই ঘাট রয়েছে। যা চম্বল নদীর পাড়ে অবস্থিত। শনিবার সকালে সেখানেই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ওই ১৭ জন জলের তোড়ে ভেসে যান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয় । পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল গিয়ে উদ্ধার

সেই সময়ই তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। ১১ জনকে উদ্ধার করা হয় গুরুতর অবস্থায় । তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে বলে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে জানানো

বএসএফের পর আরও এক

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ (হি.স.) : শুধু স্বরাস্ট্রমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে রেখে আধুনিকীকরণের স্বার্থে সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে (বিএসএফ) জানিয়েছে, প্রথম ব্যাচের অগ্নিপথ প্রকল্প ঘোষণা করেছিল নয়, সিআইএসএফেও সংরক্ষণ অগ্নিবীরদের জন্য বয়সে ছাড়ের পাবেন প্রাক্তন অগ্নিবীররা। শনিবার নয়া বিবৃতিতে জানিয়ে দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বিএসএফের মতোই সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সেও ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে অগ্নিবীরদের জন্য। বিএসএফের মতো সিআইএসএফেও বয়সের উর্ধসীমায় ছাড় দেওয়া হবে অগ্নিপথ প্রকল্পের মাধ্যমে সেনায় যোগ দেওয়া জওয়ানদের।

ব্যাচগুলির জন্য এই ছাড়ের ঊর্ধসীমা হতে চলেছে ৩ বছর। বিএসএফের মতোই যে সব অগ্নিবীর সিআইএসএফ-এর নিয়োগে সংরক্ষণের আওতায় আসবেন তাদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও দিতে হবে না। এই নিয়ে দুই আধাসেনায় সংরক্ষণ পেলেন অগ্নিবীররা। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর লোকবল অক্ষুন্ন

কেন্দ্র। এর মাধ্যমে সেনায় নিয়োগ হচ্ছে। যাদের পোশাকি নাম 'অগ্নিবীর'।

চার বছরের মেয়াদ শেষে ১০ শতাংশ অগ্নিবীরকে স্থায়ী কমিশন দেওয়া হবে বলে সেসময় ঘোষণা করে কেন্দ্র। বাকি ৯০ শতাংশ অগ্নিবীরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। কেন্দ্রের নয়া ঘোষণায় আরও কিছু অগ্নিবীরের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হল।

	PRESS NOTICE INVITING TENDER NO : EE-IED/UDP/45/2022-23 Date : 15.03.2023								
SI. No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for receipt of application for issue of tender form	Time and date of opening of Bid	Documnt Down- loading and bidding at application	Class of tenderer	
1	DNIeT No.EE-IED/UDP/74/ 2022-23	Rs.8,97,490.00	Rs.17,950.00	60 Days	Upto 15.00 Hrs on 30.03.2023	At 15.30 Hrs on 30.03.2023	https:// tripuratenders.gov.in	Appropriate Class	
				For and	on behalf	of the C	Sovernor of	Tripura.	

(FR. AMIT DEBBARMA) **Executive Engineer** Internal Electrification Division, PWD Udaipur, Gomati Tripura. Mobile: 9402162303

ICA-C-4481/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER PNIeT No.18/EE/RIG/2022-23,

Date: 17/03/2023 The Executive Engineer, Rig Division, P.N. Complex, Agartala, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system for the

Sl. No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Comple- tion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of Bid
1.	6/DNIe-T/EE/ RIG/2022-23	Rs 10,88,866.00	Rs. 21,777.00	30 (Thirty) days	31/03/2023 Time 03.00 P.M.	31/03/2023 Time 04.00 P.M.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e procurement portal https://tripuratenders.gov.in https://eprocure.gov.in/epublish/app. For and on behalf of Governor of Tripura

Sd/-**Executive Engineer** Rig Division, PN. Complex, Agartal

ICA-C-4487/23

প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ,

আজ "নতুন আলো"র ৪৭তম সংস্করণ প্রকাশিত হল। আগের সংস্করণগুলিতো নিশ্চয় দেখেছ। হয়ত তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি তোমাদের কোন মতামত থাকে তাহলে পত্রিকা অফিসে পাঠাতে পার। তোমরা জান আমরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য বাংলা এবং ইংরেজীর সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী দিয়েছিলাম। গত ১৫ এবং ১৭ মার্চ যথাক্রমে ইংরেজি ও বাংলা পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ইংরেজিতে ৭৫ শতাংশ ও বাংলাতে ৫৪ শতাংশ প্রশ্ন আমাদের দেওয়া উচ্চমাধ্যমিকের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তাই আশা তো করতেই পারি তোমাদের পরীক্ষা অবশ্যই ভালো হয়েছে। আগামী পরীক্ষাগুলোও ভালো হবে এই আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।

শুভেচ্ছান্তে, সম্পাদক, নতুন আলো।

পৃথিবীর ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ : এলিয়েন আখ্যান (৯)



ড. শৈবাল রায় অধ্যাপক, মথুরা

ইন্টারস্টেলার সিনেমার সেই বায়োস্কোপের ফোকরে চোখ রেখে কত কী যে দেখা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে ঠাকুমার ঝুলির মতো করে সুড়ঙ্গের গল্প আছে মহাশূন্যতার গল্প আছে, অপু-দুর্গার ইচ্ছেখশি হারিয়ে যাবার গল্প আছে। এককথায় এক দুরন্ত অভিযানের সেই গল্পে অনেক কিছুই আছে, শুধু

নেই সুদুরের কোনো আপনজনকে খুঁজে পাওয়ার মিলনাত্মক সমাপ্তির আস্বাদন!

এই ফাঁকে মহাকাশের বিশালত্ব

বুঝে নিতে ছোট্ট একটা হিসেব কষে

নেওয়া যাক। আমাদের নক্ষত্র সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের আরেক নক্ষত্র প্রক্রিমা সেন্টাউরি (proxima Centauri) সময়ের স্কেলে ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে। অর্থাৎ আলোর বেগে গেলেও ওখান থেকে বৃডি ছোঁয়া করে ফিরে আসতে আলোককণা ফোটনের লেগে যাবে প্রায় সাড়ে আট বছর। আর আলোর বেগে ছোটা এখনো পর্যন্ত মানুষের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় - ভবিষ্যতে কী হবে সেটাও এখনই বলা মুশকিল। তাই কোনো নক্ষত্রে কোনো এক এক্সোপ্ল্যানেটে যদি প্রাণ থেকেও থাকে তবে তার মুখদেখার অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া মোটেও খুব একটা সহজ ব্যাপার



নয়! এমনকি এই মুহূতে যদি প্রক্সিমা সেন্টাউরি কোনো প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংসও হয়ে যায় তার মৃত্যুসংবাদ পৃথিবীতে পৌঁছতে লেগে যাবে ওই সোয়া চার বছর! জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ও ব্রায়েন, যিনি ইংল্যান্ডের জোড্রেল ব্যাঙ্ক Observatory)-এর ডিরেক্টর, এই দূরত্বকে একটি বিশেষ সমস্যা

বলে মনে করেন ঊ ব্রেকথু লিসন (Breakthrough Listen) নামের প্রকল্পে যে অশ্রুত ধ্বনি শোনার সাধনা চলছে তা তাই কোনো স্বরলিপির সন্ধান দিতে পারেনি এখনো পর্যন্ত ! কারণটা সহজবোধ্য - যা প্ৰক্সিমা মানমন্দির (Jodrell Bank সেন্টাউরির দূরত্বের সূত্রে ব্যাখ্যা করার চেস্টা হয়েছে আগেই। যেমন ধরা যাক, আমাদের

ছায়াপথ (Milky Way)-এর কেন্দ্রের দিকে যদি খোঁজাখোঁজি করতে হয় কোনো এক্সো-প্ল্যানেটকে, তবে ফোটনকে পেরোতে হবে ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) আলোকবর্ষ দূরত্ব। যদি কোনো সুখবর মেলে তা জোডেল ব্যাঙ্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে পৌঁছে দিতে ফোটনের লাগবে আরো পঁচিশ হাজার বছর! মনে পড়ে যাচ্ছে ফেইদিরিদেস

(Pheidippides)-এর কথা যে থিক যোদ্ধা ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত ২৫০ কিলোমিটার ছুটে যুদ্ধজয়ের খবর দিয়েছিলো ! ফোটনের কাছেও মানুষের তেমনি প্রবল প্রত্যাশা কে জানে কবে আসবে সেইদিন যখন ফোটনের আনা খবরে প্রাণের মাঝে আয় বলে জডিয়ে ধরার অধীর আগ্রহে আত্মহারা হওয়া



Sunanda Gon Choudhury (Teacher)

ABOUT THE PLAYWRIGHT ;-John Boynton Priestley was born in the year 1894. He breathed his last in 1984. He was a British novelist, playwright, and essayist. His reputed are ComicCharacters(1925), The English Novel(1929), The Good Companions(1929),

Angel Pavement(1930), Annie Pearsonhad a soft reform Annie's family. She Laburnum Grove (1933) and When we are Married (1938). **CHARACTERS:-**

- 1. MrsFitzgerald.
- 2. Mrs. PearsonAnnie
- 3. Cyril Pearson 4. Doris Pearson
- 5. George Pearson Main pointsof the play:-Mrs. Annie Pearson

and Mrs. Fitzgerald- They were two friends. At first, they werediscussing about their lives. Both of them are opposite to each other. Mrs.

voice and gentle personality. But, Mrs. Fitzgerald was very strong with a deep and throaty voice. Mrs. Fitzgerald was a Fortune Teller and was interested to help her friend in her family matters. She had learnt the magic art while she was in the East with her

Mrs. Fitzgerald plans to reform Annie's family:- Annie's condition was very bad in the family. So, Mrs Fitzgerald plans to muttered some magical words, by taking Annie's hand. This act transformed both their personalities. Annie feared that she might not come back to the same position after the transformation. Fitzgerald

advised Mrs Pearson to be strong. He wanted the Parsons to know how to take care of themselves. At last, Annie agrees to change the personalities. Mrs. Fitzgerald assures Mrs. Pearson, that the changes would be temporary. At last, Mrs Fitzgerald in Annie's body, goes to stay at Annie's house and Annie goes to Mrs. Fitzgerald's house to

MOTHER'S DAY

3. Exchanging personalities:-As per Mrs. Fitzgerald, the personalities were changed. She knew that through magic, she could surely create an impact on Annie's family. Now, Mrs Annie Pearson became bold and strong in her attitude. She smoked and drank but Mrs fitzgerald

became timid and gentle. Her son and daughter became very surprised to see the changes in Mrs Annie Pearson.

Doris shocked:- Mrs Pearson's daughter found her mother smoking and drinking. She became very upset. Her mother seemed totally different to her. Annie did not even get her daughter's dress ready. She said that she is not willing to work for anyone on Saturday and Sunday. Doris was depressed to hear this. Annie told that if she was of Doris age, she would have found someone better than

Charlie Spence for her. Doris was shocked to hear this. 5. Cyril was also shocked:-Cyril demanded for a cup of tea in his angry manner. Annie, his mother replied that she had not made it. Cyril then asked for his clothes which was supposed to be ready by Annie. Annie told that she had not bothered to do so. She even refused to speak with

Cyril. If everybody could behave rudely with her, then why not she.

(STD-XI) BY J.B. PRIESTLEY

> 6. The argument:- Argument took place between Doris and Mrs Pearson.She used rude words seeing her daughter wearing a shoulder wrap. Doris was very shocked and started to cry. Doris started to argue. Annie ignored her and asked if there was any beer left at home. Cyril was shocked to see his mother was demanding for a drink. (TO BE CONTINUED)



বিধান শিশু উদ্যাণ মেধা অথেষার উদ্যোগে ড. বি.আর. আস্বেদকর উচ্চ বিদ্যালয়ে দু:স্থ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সাজেশন বিলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে ব্যস্ত অতিথিবন্দ।



বিধান শিশু উদ্যাণ মেধা অপ্নেষার উদ্যোগে বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দু:স্থ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সাজেশন বিলির মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী সাজেশন বিলির সমাপ্তি।

প্রতিদিন শান দিতে হয় নিজেকে

কাউন্সেলিং-এ অবহেলা একদম নয়, অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়



সব ভবিষ্যৎ- ই অনিশ্চিত এরকম ভেবে হাত পা গুটিয়ে বশে থাকা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের অস্ততঃ মানায় না। সঠিক ও সম্ভাব্য পরিকল্পনাই আমাদের আধুনিকতার প্রকৃত পরিচয়। ছাত্র ছাত্রী বা সস্তান সস্ততির ক্ষেত্রে তা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত। কারণ দেশের প্রতিটি মানুষের মানব সম্পদ হয়ে ওঠার পিছনে এই পরিকল্পনা তথা এক মহান সংস্কৃতি কাজ করে।

রোগের বা অসুখেরও যেমন লক্ষ্মণ বা পূৰ্বাভাস থাকে, তেমনি সন্তাবনারও প্রকাশ প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে হয়ে থাকে। বিজ্ঞান ততই আমারা এই সম্ভাবনাগুলি আরও নিশ্চিত ভাবে নিরূপণ করতে সমর্থ হচ্ছি। মানবশিশুর জন্মের পর থেকে তার মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর আছে।ঠিক বয়সে কাঞ্চ্চিত বিকাশই আমরা পেতে চাই। তার জন্য শিশুর খাদ্য,

পরিবেশ, অভিভাবকত্বের প্রভাব, শিক্ষা সব কিছুই নানানভাবে বিবেচিত হয়। তথাকথিত পরীক্ষার ফল আজ সঠিক বিকাশের মূল্যায়নের পরিমাপে বিবেচিত হয়। তাই IQ, EQ, ইত্যাদি পরিমাপের পদ্ধতি চালু হয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানেরাও আজ প্যারা অলিম্পিয়াডে তাদের যোগ্যতা দারুন ভাবে প্রমাণ করছে। আসলে সঠিক শিক্ষাদান এবং সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ এক অদ্তুত রসায়ন। একটি বীজের মধ্যে মহিরুহের বিশাল সম্ভাবনা পরিচর্যার মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয়। খালি চোখে এটা বীজের মধ্যে দেখা যায় না। মানবশিশুর ক্ষেত্রেও একেবারে তাই।

তবে সম্ভাবনা যেখানে অনেক ও

পদ্ধতি অনুসরণ করেই সন্তানের আগামী সম্ভাবনার সঠিক বিকাশের রূপরেখা তৈরি করা এমনকি প্ৰতিবন্ধকতাগুলি সম্ভাব্য বিকাশের চরম অন্তরায় হতে পারে আগেভাগেই সেগুলিকে শুধরে নেওয়ার পথ তথা মনোবিদের পরামর্শ নেওয়া যায়। এটি আজ কাউন্সেলিং বলেই পরিচিত। কেরিয়ার কাউন্সেলিং। যে সাত বা আটটি ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশের মাধ্যমে তামাম দুনিয়ায় প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় কর্মের দক্ষতা অর্জন করা যায় সেগুলি আমরা অনেক সময়েই গতানুগতিক মানসিকতায় হাতছাড়া করি। দাঁত দেখে যেমন বয়স গণনা করা যায়, তেমনি কিছু

বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দেবার ধরণও

সন্তানের বিশেষ মানসিক উৎকর্ষ

অথবা অসুবিধার প্রকাশ ঘটায়।

বিদ্যালয় ভিত্তিক পরীক্ষা তথা

সঠিক মূল্যায়ন এরই অনুসারী।

নানাভাবে যত এগিয়ে চলেছে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সেখানে সঠিক পথ কিন্তু সব সময় সেটা সেই দায়িত্ব নির্বাচনও তত কঠিন। আজকাল ও গুরুত্বের সঙ্গে সর্বত্র পালিত না কিন্তু একেবারে বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ায় আমরা তার সুফল থেকে কখনো বঞ্চিত হই। কিন্তু একেবারে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতেই কাঞ্চ্চিত ভবিষ্যত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আজ অনেক ধরনের পথ, পরীক্ষা ও অনুসন্ধান প্রচলিত। আবিষ্কৃত বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই সুচিন্তিত অভিভাবকত্ব ও আধুনিকতর সচেতনতা। দেখবেন সচেতন সমাজে সুনাগরিক আপন আয়াসেই গড়ে ওঠে। এর জন্য প্রথম প্রথম আমাদের প্রাথমিক সচেতনতা তৈরির অভ্যাস করতে হবে মানবশিশুকে দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা থেকে মানবতার মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে দেবার সাহসী কাণ্ডারী হতে হবে। প্রকৃত শিক্ষাই সেই সাঁকো বা সেতু। বিজ্ঞান আবিষ্কারেই শেষ নয় তার যথার্থ ব্যবহারেই আছে অমরতার বাণী। ড.দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক, সংস্কৃত

কলেজিয়েট স্কুল

তাহলে ভালো শিক্ষক হওয়া যায় স্যান্ডফোর্ড-এর টিচার্স ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা। নাম দেয়া হয়েছিল কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রধান বিশেষ করে শিক্ষক সমাজকে তিনি প্রোগ্রামে বললেন আইএএস নুরুল হক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা সব থেকে বড়, তাই আগামী দিনের ছাত্র সমাজকে গড়তে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস শেখ নুরুল হক বলেন,

ভালো শিক্ষক হতে গেলে বিষয়কে যেমন জানতে হয়, তেমনই নিজেকে উন্নীত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা খুব জরুরি। প্রত্যেকদিন শিক্ষাদানের পর ভাবতে হয় আরো ভালোভাবে পাঠদান কী করে করা যায়। প্রতিদিন নিজেকে শান দেয় যারা, তাঁরাই ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকা হন। রবিবার কলকাতার নিউটাউনে স্যান্ডফোর্ড ফাউভেশন-এর উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গের সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয় এর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ এই কথাগুলি বলেন বর্তমানে জি ডি স্টাডি সার্কেল-এর চেয়ারম্যান শেখ নুরুল হক। এদিন এই কর্মশালার প্রাথমিক পর্বে অস্ট্রম-নবম-দশম পড়ুয়াদের জন্য

অংশ নিয়েছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। কর্মশালার তত্ত্বাবধানে ছিলেন দুই প্রবীণ বিজ্ঞানী বিড়লা ইভাস্ট্রিয়াল টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম এর প্রাক্তন অধিকর্তা স্পর্শে ছোট ছোট পরীক্ষার মাধ্যমে দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নানা রকম ভাবে যুক্তি তথা বিজ্ঞানের ভিত কিভাবে মজবুত করতে হয়, তাই ছিল এদিনের কর্মশালের মুখ্য চলে, বায়ুর পরিচলন ব্যবস্থা, বায়ুর চাপ কিভাবে কাজ করে, অভিকর্ষ প্রমাণ একেবারে হাতেনাতে ছোট ছোট পরীক্ষার মাধ্যমে করে দেখান এক্সপেরিমেন্ট করে দেখে।

আয়োজন করা হয়েছিল এক এ দিনের কর্মশালা প্রত্যক্ষ করতে বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য গোটা আকর্ষণীয় হাতে-কলমে বিজ্ঞান আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বেশ ছাত্রসমাজকে আহবান করেন।

'এসো মজায় শিখি বিজ্ঞান'।এই পর্বে শিক্ষকদের কে। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন হাটগাছা হরিদাস বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ড. পার্থসারথি দাস, হুগলির মশাট এ এম হাইস্কুলের সমর বাগচী এবং অধ্যাপক বি এন প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র দাস। বিজ্ঞানের কঠিন পড়া তাঁদের চটো পাধ্যায়। পড়াশোনাকে আনন্দময় করে তুলতে, ভীত যেন হয়ে উঠছিল আনন্দময়। মজবুতকরতে এধরনের কর্মশালার কোনো বিকল্প হয় না। অল্প খরচে প্রতি বিদ্যালয়ে এ ধরনের ল্যাবরেটরি থাকা উচিত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের ধরনের হাতে-কলমে কর্মশালা শুধু আর চিন্তা ভাবনায় নয়, বরং শিক্ষক সেন্টার অফ গ্রাভিটি, তরলের হবে। এ ব্যাপারে স্যান্ডফোর্ড প্রসারণ, অবাধে পতনশীল বস্তুর যে অ্যাকাডে মির এই কর্মশালা ওজন থাকে না - এমন সমস্ত কিছু সকলকে উৎসাহিত করবে বলে তাঁরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। এদিন কর্মশালার শুভ সূচনা করেন তাঁরা। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাও তা বিশিষ্ট শিক্ষা আধিকারিক ও সুলেখক মেচবাহার সেখ। তিনি

আরো বেশি আত্ম অনসন্ধানী হওয়ার জন্য মনঃনিবেশ করতে বলেন। সুদক্ষ হাতে সমগ্ৰ কর্মশালার সঞ্চালনা করেন দুই বিজ্ঞ শিক্ষক পাস্থ মল্লিক এবং গৌরাঙ্গ সরখেল। স্যান্ডফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ জসিমউদ্দিন মন্ডল বলেন শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাতে বিশেষ রকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতার বিকাশে অ্যাপটিটিউড টেস্ট, মেধা উদ্দেশ্য। থামোমিটার কোন নীতিতে চিন্তা-ভাবনা হয়েছেও। তবে এ অন্বেষা পরীক্ষা, অভিভাবকদের জন্য কাউন্সেলিং ইত্যাদি নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ, ভরকেন্দ্র বা মহাশয়দেরকে শুরু করে দিতে হয়েছে স্যান্ডফোর্ড ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তজুড়ে। যে বিপুল উৎসাহ নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকেরা এগিয়ে এসেছেন তাতেও তাঁরা খুবই উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত বলে জানিয়েছেন স্যান্ডফোর্ড-এর কর্ণধার জসিমউদ্দিন মন্ডল এবং

CMYK

CMYK

कल्य ভবিষ্যৎ

সীমান্তে দ্রুতগতিতে পরিকাঠামো গড়ছে চিন

লাদাখে ভারত-চিন সীমান্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে দাবি করা হলেও পরিস্থিতি যে উলটো, তা কার্য়ত স্বীকার করে নিলেন সেনাপ্রধান মনোজ পাণ্ডে। নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বেজিং দ্রুত গতিতে পরিকাঠামো তৈরি করছে বলে দাবি করলেন। ভারত পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাচ্ছে বলে আশ্বাস্ত করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে এখনই সীমান্ত থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেও জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে ভারত-চিন সীমান্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে দাবি করেছেন সেনাপ্রধান। তিনি বলেন, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে পর্যাপ্ত রসদ মজুদ রয়েছে বলেও দাবি করেছেন। সেই সঙ্গে সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। রাস্তা, হেলিপ্যাড তৈরির উপর নজর দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান পাণ্ডে। ২০২০ সালে লাদাখে চিনা আগ্রাসনের পর সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দুই দেশের সেনা পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবার বেশ কয়েকটি পয়েন্ট থেকে সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে ঐক্যমতে আসা গেলেও, সমস্যা থেকে গেছে ডেমচোক নিয়ে। আলোচনার মাধ্যমে এই এলাকার সমস্যা মিটবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন মনোজ পাণ্ডে। তবে যতদিন সমস্যার সমাধান না হয়, ততদিন ভারতীয় সেনা সেখানে মোতায়েন থাকবে বলে স্পষ্টত জানিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে লাদাখের ডোকালামে দুই দেশের সেনা সংঘর্ষের পর তিনটি সেক্টরে সেনা মোতায়েন জোরদার করে নয়াদিল্লি। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ৩ হাজার ৪৮৮ কিলোমিটার সেনা মোতায়েন রয়েছে।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে মার্কিন কংগ্রেসে ওই দেশের গোয়েন্দাদের পেশ করা একটি রিপোর্টকে ঘিরে শোরগোল পরে যায়। রিপোর্টে ভারত-চিন সীমান্ত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি করা হয়েছিল।এ নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরেই ভারত-চিন সীমান্ত এলাকায় বেজিংয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে সেনাপ্রধানের মন্তব্য যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, সেনাপ্রধানের বক্তব্যে পাকিস্তান প্রসঙ্গও উঠে আছে। ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্র ও মাদক পাচারের চেষ্টা বেড়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন মনোজ পাণ্ডে। তবে, নিয়ন্ত্রণরেখা পার করে অনুপ্রবেশের পরিমাণ কমানো গেছে বলে তাঁর দাবি। এজন্য সীমান্তরক্ষীবাহিনীর প্রশংসা করেন।এ নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরেই ভারত-চিন সীমান্ত এলাকায় বেজিংয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে সেনাপ্রধানের মন্তব্য যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, সেনাপ্রধানের বক্তব্যে পাকিস্তান প্রসঙ্গও উঠে আছে। ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্র ও মাদক পাচারের চেষ্টা বেড়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন মনোজ পাতে। তবে, নিয়ন্ত্রণরেখা পার করে অনুপ্রবেশের পরিমাণ কমানো গেছে বলে তাঁর দাবি। এজন্য সীমান্তরক্ষীবাহিনীর প্রশংসা করেন।

বডজলায় রক্তদান

<mark>ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি :</mark> বড়জলা মণ্ডল অফিসে যুব মোর্চা বড়জলা মন্ডলের উদ্যোগে শুক্রবার এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা বড়জলা মন্ডলের উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বড়জলা মণ্ডল অফিসে। উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবাদল বণিক সহ এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ কুমার দাস ও অন্যান্য বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বরা। এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে ক্রীডা ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন নির্বাচনের জন্য গত কিছুদিন ধরে এ ধরনের রক্তদান শিবির অনেকটাই কমে গিয়েছিল। নির্বাচনের পর নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করেছে। নতুন উদ্যমে শুরু হবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম। যুব মোর্চার কর্মী বন্ধুরা বড়জলা মন্ডল অফিসে রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি প্রত্যেককে শুভেচ্ছা , অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন শুধু দলীয় কর্মী সমর্থকদের এ ধরনের রক্তদান শিবিরে শামিল করলে চলবে না সমাজের সব অংশের যুবক-যুবতী সহ সকল স্তরের জনগণকে এ ধরনের রক্তদান শিবিরে শামিল করতে হবে।

বিজেপির পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কলম ও জলের বোতল বিতরন

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: শনিবার খোয়াইয়ের লালছড়া এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কলম ও জলের বোতল বিতরন করা হয়। শনিবার খোয়াইয়ের লালছড়া এলাকায় বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তারা মিলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিনব পদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে সমস্ত পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম ও জলের বোতল প্রদান করেন। একই সাথে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা সহ পানীয় জলের সু-বন্দোবস্ত করা হয়। এদিন প্রায় দেড়শত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কলম ও জলের বোতল প্রধানের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার। তিনি বলেন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে সমস্ত এলাকাতেই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন লালছড়া এলাকার বিজেপি যুব মোর্চার রাজেশ মোদক, রিপন বণিক, সঞ্জয় ভৌমিকদের মত একনিষ্ঠ কার্যকর্তাদের উদ্যোগে এই ধরনের একটি মহতী অনুষ্ঠান করা হয়।



জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাঁধের ফলে সাধারণ কৃষকেরা গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৪৭ প্রতিবছর বন্যার আক্রমণ থেকে সরক্ষা লাভ করতো। পনঃ পনঃ ঘটে যাওয়া বন্যার হাত থেকে

সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি ছিলেন শরাফত আলী খানের পুত্র। ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষাগ্রহণ করেন তিনি। ১৯০৯ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরে ময়মনসিংহ জেলার কালা (হালুয়াঘাট) গ্রামে একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তখন থেকেই ভাসানী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে শুরু করেন। রাজনীতিতে প্রবেশ ১৯১৯ সালে ভাসানী অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন এবং তাঁর বর্ণিল রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। বাংলায় মহা দুর্যোগের সময় টাঙ্গাইলের সন্তোবে যান এবং দরিদ্র নিপীড়িত চাষীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৩০ সালে টাঙ্গাইল থেকে আসামের ঘাগমারায় যান সেখানকার বাঙ্গালিদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে। ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে নেতা হিসেবে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। সেখানকার বাঙালি বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তিনি সেখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন যে

রক্ষা পাওয়ার কারণে এর নেপথ্যে থাকা মানুষটিকে স্থানীয় লোকেরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ "ভাসানী সাহেব" বলে ডাকা শুরু করে, যার ফলে তখন থেকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান নামের সাথে ভাসানী যুক্ত

আসাম সরকার বাঙালি বাসিন্দাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিসীমা বেঁধে দিয়ে আইন পেশ করে, যার কারণে যেসব বাঙালি আসামে অবস্থান করছিল তারা গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়। এই আইনের কারণে স্থানীয়রা আসামে বসবাসরত বাঙ্গালিদের উচ্ছেদ করতে উঠেপডে লাগে। ১৯৩৭ সালে ভাসানী মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং আসাম ইউনিট এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্থানীয় এবং বাঙ্গালিদের মাঝের এই "পরিসীমার" বিষয়ে আসামের চীফ মিনিস্টার স্যার মুহাম্মাদ সা'দউল্লাহ্র সাথে ভাসানীর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক তৈরি হয়। দেশ বিভাজনের সময় নির্দিষ্ট পরিসীমার বিরুদ্ধে কৃষকদের জড় করতে ভাসানী অবস্থান করছিলেন আসামের গোয়ালপাড়া জেলায়। আসাম সরকারের নির্দেশে ভাসানীকে

সালের শেষে এই শর্তে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয় যে, তিনি আসাম ছেড়ে একেবারে চলে যাবেন।১৯৪৮ সালের শুরুতে মাওলানা ভাসানী পূর্ব বঙ্গে এসে আবিষ্কার করেন যে তাঁকে প্রাদেশিক নেতৃত্ব থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই কারণে মনঃ ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাসানি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী এবং জমিদার খুররাম খান পান্নিকে হারিয়ে প্রাদেশিক সভায় দক্ষিণ টাঙ্গাইলের আসনে জয়লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং জনের ২৩ এবং ২৪ তারিখে নেতৃত্ব নিয়ে সমস্যা শুরু হয়। জুনের ২৪ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দলটি ১ম বারের মত চালু করেন। এখানে তিনি ছিলেন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের মত্যতে ভাসানী তৎকালীন সরকারের পাশবিকতার বিপরীতে শক্ত অবস্থান করেন। ২৩ তারিখ তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আওয়ামীলীগের সভাপতি হওয়ার ফলে যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে মাওলানা ভাসানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪

টি আসন লাভ করে যেখানে মসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৭ টি। মাওলানা ভাসানী আইয়ব সরকারকে সাম্রাজ্যবাদী সরকার হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে করা আগরতলা মামলার বিপরীতে তিনি শক্তিশালী চাপ সৃষ্টি করেন যাতে করে পাকিস্তান সরকার মামলাটি তুলে ফেলতে বাধ্য হয়। ফলস্বরূপ, আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং ১৯৭০ সালকে বিভীষিকাময় করে তোলার জন্যেই যেন ইয়াহিয়া খান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। এলোমেলো রাজনৈতিক অবস্থা গুছিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে কিন্তু মাওলানা ভাসানী তা বয়কট করেন। এর পরিবর্তে তিনি সাইক্লোন আক্রান্ত জনগণের সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সাইক্লোন দুর্গতদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতার কারণে মাওলানা ভাসানী সকলের সামনে পূর্ব পাকিস্তান বিভাজনের প্রস্তাব রাখেন স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুর দিকে ভাসানী ছিলেন ভারতে। ঢাকায় ফেরত আসার পর তাঁর প্রথম ফরমায়েশ ছিল বাংলাদেশের মাটি থেকে সকল ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে দেয়া। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ তারিখ

বৈষ্ণবধর্মের প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের

চিকিৎসার লেখক ছিলেন শ্রী

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভু (নিউ ইয়র্ক,

১৯০৪) এবং বইটি রাশিয়ান লেখক

পাঠিয়েছিলেন, যিনি কৌতৃহলী

হয়েছিলেন এবং রচনার জন্য পাঠ্য

ব্যবহার করেছিলেন তার

উল্লেখযোগ্য একজন হিন্দুকে চিঠি।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর নেতৃত্ব ও

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ২০ বছর বয়সে

মহানাম সম্প্রদায় গঠন

টলস্টয়ের

থেকে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করেন যার নাম ছিল "হক কথা"। এই পত্রিকা খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে আর খুব দ্রুত নিষিদ্ধও ঘোষিত হয়। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর মাওলানা ভাসানী খাদ্যাভাব, প্রয়োজনীয় জিনিসের উচ্চমূল্য এবং আইন সংশোধনের দাবীতে অনশন শুরু করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মাওলানা ভাসানীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে আয়োজিত ও আই সি এর ইসলামিক কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ। বঙ্গবন্ধু পল্টনে মাওলানা ভাসানীর সমর্থকদের একসাথে জড়ো করে বৈঠকের আয়োজন করেন। এর আগে সমন্বয়কারী হিসেবে সক্রিয় ছিলেন সাবেক মন্ত্রী সোহরাব হোসেইন। এর পর মুজিব তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যারিস্টার সৈয়দ কামরুল ইসলাম মোহমাদ সালেহউদ্দিনকে দায়িত্ব দেন এই বিষয়ে মাওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ করতে। সৈয়দ কামুল ইসলাম তাঁর বন্ধ সাংবাদিক ফজলে লোহানিকে সাথে নিয়ে টাঙ্গাইলের সন্তোষে যান ৷আওয়ামীলীগ এবং বাকশাল পন্থীদের কঠোর পদ্ধতিকে মাওলানা ভাসানী অনেক সমালোচনা করেছিলেন। এক নায়কতাম্ব্রিক

দেশ গঠনের ব্যাপারে তিনি শেখ মুজিবকেও সাবধান করেছিলেন। মাওলানা ভাসানী মুজিবকে স্নেহ করতেন নিজের ছেলের মত। মুজিব এবং মুজিবের পরিবারের মৃত্যুতে তিনি হতভম্ব হয়ে পরেছিলেন। যে ব্যক্তি মুজিবের মৃত্যু সংবাদ তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তার ভাষ্যমতে, মাওলানা কেঁদেছিলেন এবং তারপর প্রাত্যাহিক নামাজে চলে যান। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান ১৯৭৬ সালের ২ অক্টোবর মাওলানা ভাসানী খোদাই খিদমতগার নামের নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সন্তোষে তাঁর স্বপ্নের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) কাজ শুরু করেন। এছাড়াও তিনি সন্তোষে কারিগরি শিক্ষা কলেজ, মেয়েদের স্কল এবং সন্তোষে একটি শিশু কেন্দ্ৰ প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ৯৬ বছর বয়সে ঢাকায় মাওলানা ভাসানী মৃত্যুবরণ করেন। তার মরদেহ টাঙ্গাইলের সস্তোষে দাফন করা হয়। এখনও প্রতিবছর তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিনে তাঁর অনুসারীরা গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁকে স্মরণ করে, এবং তাঁর কবর জিয়ারত করে।

সালের নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট ২২৩

লিও

বিশেষ প্রতিনিধি।। মহানামব্রত হতে আঙ্গিনা আসেন ও সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচারী (২৫ ডিসেম্বর ১৯০৪ - ১৮ অক্টোবর ১৯৯৯) হিন্দু ধর্মীয় মহানাম সম্প্রদায়ের একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বৈষ্ণব ধর্মীয় শাখার একজন ধর্মগুরু, লেখক, সংগঠক এবং দার্শনিক হিসেবে বহুল পরিচিত প্রাথমিক জীবন

২৫ এ স্বর ভৌগোলিক মানদভে ছোটদিন হলেও দিনপঞ্জিতে বডদিন হিসেবে চিহ্নিত কারণ এদিন ত্রাণকর্তা যীশু এসেছিলেন বেথেলহামের ছোট্ট গোশালে। উদ্ধার করেছিলেন পৃথিবীর বহু মানুষকে। ঐ একইদিনে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর আর এক মহামানব এলেন বাংলাদেশের বরিশাল জেলার খলিশাকোটা গ্রামে ত্যোগ তিতিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,যুগের লোক সংগ্রাহক, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক,বৈষ্ণব মুকুটমণি, ভাগবত গঙ্গোত্রী, পরা ও অপরা জগতের সেতু বন্ধনকারী এক বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাত্র তিন বৎসর বয়সে বাড়ীর ভিতরের পুকুরে জলে ডুবে গেলে শিউলী ভাই নামে এক প্রতিবেশী মো বলেদিলেন,শিউলি ভাই তোমাকে নবজীবন দিলেন ৷সেইথেকে তাঁকে তিনি পিতৃবৎ মান্য ও শ্রদ্ধা কর তেন।অসাম্প্রদায়িকতার চেতনায় ঋদ্ধ হলেন ঐ শিশু অবস্থা থেকে। তাঁর ভূমিষ্ট হবার সময় মাকে আতুর ঘরে নেয়ার পথেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে মৃত্তিকাপরি বন্ধনহীন অবস্থায় জন্ম নিলেন তিনি।গুহের বেস্টনী ছিলনা তোই সারাটি জীবনই তিনি ছিলেন আকাশের মত উদার. মত্তিকার মত সহনশীল এক বন্ধনহীন ব্যক্তিত্ব।না ছিল হিংসা, না ছিল বিদ্বেষ, পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দ্ষ্টান্ত তিনি। মা বাবা নাম রেখেছিলেন বঙ্কিম, উত্তরজীবনে বহু বঙ্কিম মত ও পথের মহামিলন দেখা যায় এই মহামানবে। অন্ধ বাবাকে গীতা, ভাগবত,রামায়ণ,মহাভারত পাঠ করে শোনাতে শোনাতে শৈশবেই ধর্ম শাস্ত্র বিষয়ক পাভিত্যে পারদর্শী হন।

গহত্যাগী জীবন তৎকালীন গুরু রাজেনদার কাছ থেকে প্রভু জগদ্বন্ধু সম্পর্কে শোনার পর পাগল হয়ে যান তাঁকে দর্শনের জন্য ৷মাত্র ১১ বছর বয়সে শিশুরা যখন হেলা খেলায় মত্ত থাকে তখন তার মধ্যে দেখা যায় ভগবদ দর্শনের সৃতীব্ৰ লালসা ৷৮০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে বরিশাল থেকে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে আসেন প্রভু জগদন্ধ সুন্দরের দর্শনের জন্য,সাধু হওয়ার জন্য কিন্তু বাবা মায়ের অনুমতি না নিয়ে আসা ও এন্ট্রান্স পাশ না করে আসার জন্য এ যাত্রায় তাঁকে ফেরত যেতে হল। ব্রিটিশের স্লেভ মেকিং মেশিনারি শিক্ষাকে বয়কট করে স্বদেশ আন্দোলনে যোগ দিয়ে চড়কায় সুতোবুনে দেশজ খদ্দরের পোশাক পড়তেন।সাধু হওয়ার তাগিদে আবার পড়া শুরু করে কৃতিত্বের সাথে ১ম বিভাগে এন্টান্স

পাশ করে মায়ের অনুমতি নিয়ে সাধু

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য মহেন্দ্রজীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ ও প্রভুর প্রসাদী চন্দন তুলসীতে ভূষিত হন। তারপর শুরু হয় এই বিশাল মহীরুহের সুতীব্র

ভারত ভাগ এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ড ১৯৩৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ২য় বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের পরে মহানামত্রত আমেরিকাতে পিএইচডি করতে শুরু করেন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন ধর্মসভা করু ৫বছর ৮মাস পর তিনি দেশে ফিরে

আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও প্রভুকে স্বমর্যাদায় শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রায় এক বছর তিনি অন্ন গ্রহণ করেন নি। দেশপ্রেম আর ভগবদ প্রেমের বিমূর্ত প্রকাশ দেখা যায় তাঁর মধ্যে। স্বাধীনতা উত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্নির্মাণে হাত দেন তিনি সেনাতন ধর্মাবলম্বীদের পরাশান্তির আশ্রয়স্থল মন্দিরগুলো সংস্কার, কোথাও নতুন বিনির্মাণ করে বিপন্ন হিন্দুদের দুরবস্থা দুর করতে বহু মিটিং,বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে সাহায্য সহায়তা চাওয়া,সংবাদ সম্মেলন করা অর্থাৎ এককথায় তাদের মনোবলকে সমন্নত করার প্রয়াস নিয়ে ছুটেছেন। তিনি বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু কখনোও মঠাধীন হন নি।

মহানাম সম্প্রদায় মহানাম সম্প্রদায় হল কৃষ্ণবাদ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন যা ১৯ শতকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বাঙালি বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আধ্যাত্মিকভাবে প্রভূ জগদ্বন্ধুর মূর্তি দারা অনুপ্রাণিত। ঐতিহ্য-সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি ২০ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী দ্বারা গঠিত হয়েছিল।

প্রভূ জগদ্বন্ধু সুন্দর বর্তমানে মহানাম সম্প্রদায়ের অনুসারীরা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং সমগ্র বাংলাদেশে কেন্দ্ৰীভূত। রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই ও প্রভু জগদবন্ধু হলেন মহানাম সম্প্রদায়ের দারা পূজিত প্রধান দেবতা। গঠনের ইতিহাস নতুন অবতারের আগমন মহানাম সম্প্রদায়ের গঠন শুরু হয়েছিল প্রভু জগদ্বন্ধু (২৮ এপ্রিল, ১৮৭১—১৯২১) এর আবির্ভাবের সাথেএকজন রহস্যবাদী ও কীর্তন গানের লেখক, এবং যাকে মহানাম সম্প্রদায় (এবং আরও অনেকে) চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ রাম হিসেবে কুঞ্চের অবতার হিসেবে বিশ্বাস করেন। প্রথমবার, ১৮৯১ সালে, অন্নদা চরণ দত্ত - হরি সভার নেতা, হুগলিতে ভক্তদের বৃত্ত -এর দর্শন ছিল বলে জানা যায় যে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভু জগদ্বন্ধু রূপে পুনর্জন্ম

গ্রহণ করেছিলেন।

জগদবন্ধু ছিলেন চৈতন্যসম্প্রদায়ের একজন মহান হিন্দু সাধক এবং যোগী। তিনি বলেন, দয়া ও সমবেদনা দেখান এবং সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল করুন। সকলকে দ্বীনের বিনামূল্যে দান করুন। হরির পবিত্র নামে দীক্ষা হল মোক্ষলাভের নিশ্চিত উপায় (অর্থাৎ সমস্ত যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি)। এই পরিত্রাণের রহস্য। এটি অন্যের জন্য চিরন্তন ভাল করার রহস্য।

প্রভু জগদন্ধ কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মের প্রচার: মহাগম্ভীর লীলা

প্রভু জগদ্বন্ধু ৩০ বছর ধরে কৃষ্ণায়ত বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি লোকেদেরকে ঈশ্বরের (রাধা-কৃষ্ণ বা গৌর-নিতাই) পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে বলেছিলেন, যাতে ঈশ্বর বা প্রেমের প্রতি ভালবাসা গড়ে ওঠে। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রাণীকে ভালোবাসার আহ্বান

পরে ১৯০২ সালে প্রভু জগদবন্ধু তাকে ছোট কুটিরে বন্ধ করে দেন এবং সেখানে ১৭ বছর থাকেন। এই সময়কালকে "মহা গম্ভীরা লীলা" (চৈতন্য মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলার বিপরীতে) হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

পশ্চিমে প্রাথমিক মিশন ইতিমধ্যে এই ঐতিহ্যের গঠনের সময়, এর একজন প্রতিনিধি পশ্চিমে প্রথম কৃষ্ণবাদ ধর্মপ্রচারক হয়ে ওঠেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর বন্ধু ও অনুসারী, সন্যাসি বাবা প্রেমানন্দ ভারতী (১৮৫৮-১৯১৪) ১৯০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ১৯০২ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে স্বল্পস্থায়ী কৃষ্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং লো-তে অ্যাঞ্জেলেস মন্দির তৈরি করেছিলেন। তিনি ইংরেজিতে বঙ্গীয়

পথিবী ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। পরে, তিনি শ্রী অঙ্গন, ফরিদপুর, বাংলাদেশে গিয়েছিলেন যেখানে সেই সময়ে প্রভু জগদন্ধ ছিলেন ছোট

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজি শ্রী অঙ্গনে বসতি

স্থাপন করার এবং একজন আশ্রমী ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, অর্থাৎ আশ্রমে থাকা ও ব্রহ্মচর্য অনুসরণ করেছিলেন। কয়েক বছর পর, প্রভু জগদ্বন্ধু শ্রীপাদ মহেন্দ্রজিকে মিশনে নিয়োগ করেছিলেন। প্রভু জগদবন্ধু শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীকে নিঃস্বার্থ ব্রহ্মচারীদের ব্যান্ড সংগঠিত করতে বলেছিলেন, অর্থাৎ যারা ব্রহ্মচর্য অনুসরণ করেন। ১. তিনি শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীকে ব্রহ্মচারীদের দল নিয়ে জায়গায় জায়গায় গিয়ে "মহানাম" প্রচার করতে বললেন। তদনুসারে, প্রায় ৫০ সন্ন্যাসীনদের একটি দল একত্রিত হয়েছিল, যারা একসঙ্গে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর নেতৃত্বে মহানাম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজি তাঁর শিষ্য ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী, মহানাম সম্প্রদায়ের প্রধান। ডক্টর

সম্প্রদায় মহানাম সম্প্রদায় গঠনের পর,

মহানমব্র জীর অধীনে মহানাম

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী ১৯৩৩ সালে বিশ্বধর্মের (বা আরও বেশি করে বিশ্ব ধর্মের অনুসারী) দ্বিতীয় পার্লামেন্টের আমন্ত্রণপত্র পান।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজি সম্মেলনে

যোগদানের জন্য শিকাগোতে

প্রতিনিধি হিসেবে সম্প্রদায়ের পণ্ডিত নেতা মহামত্রত ব্রহ্মচারীজিকে পাঠান। শিকাগো থেকে ফিরে আসার পর এবং শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর মৃত্যুর পর,

*ডক্ট*র মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজিকে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রধান করা তাঁর নির্দেশনায় মহানাম সম্প্রদায়

আরও বিকশিত হয়। এইভাবে, ''মহানাম সেবক সংঘ'', মহানাম সম্প্রদায়ের একটি সহায়ক সংস্থা অ-আশ্রমী অনুসারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "মহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার টাস্ট", ডক্টর মহানাম্বত ব্রহ্মচারীজীর উদ্যোগে প্রকাশনাও শুরু হয়েছিল।

বর্তমানে মহানাম সম্প্রদায় ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি, শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারীকে গুরু পরম্পরা বা আধ্যাত্মিক বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মন্ত্র দীক্ষা দিতে বা ভক্তদের দীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

১৯৯৯ সালে ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা লাভ করে। তাই, ১৯৯৯ সালে, শ্রীমৎ নবনীবন্ধু

ব্রহ্মচারী বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রধান হন এবং শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী ভারতে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রধান হন। শ্রীমৎ নবনীবন্ধ ব্রহ্মচারী যখন পৃথিবী ত্যাগ করেন তখন শ্রীমৎ কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের প্রধান হন। অতএব.

শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী যথাক্রমে ভারত ও বাংলাদেশে মহানাম সম্প্রদায়ের মহানাম সম্প্রদায়ের দর্শন/মতাদর্শ মহানাম সম্প্রদায় নতুন কৃষ্ণবাদ বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এটি মানসত্ত্ব বা

মানবতার পাঁচটি মূলনীতি অর্জনে

বিশ্বাস করে। যথা: অচৌর্য/অস্তেয় (চুরি

অহিংস (অহিংসা) ₹. সত্য (সত্যবাদী হতে) **9**. সাম্য (আত্ম-সংযম) শৌচ (অন্তঃস্থ ও শরীর উভয়ের পরিচ্ছন্নতা)

করা নয়)

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী একবার মানব ধর্ম নামক মহানাম সম্প্রদায়ের দর্শন সম্পর্কে নিম্নলিখিত বলেছিলেন: মানব জীবনের পরিপূর্ণতা মানবতা অর্জনে। মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে পাঁচটি গুণ অর্জন করতে হবে। অহিংস (অহিংসা), সংযম (আত্মসংযম), শৌচ (পরিচ্ছন্নতা), অটোর্য (অ-চোর) এবং সত্য (সত্য)। কাউকে হিংসা করবেন না। কারো মাল চুরি করবেন না। শরীর ও মন, তাদের পবিত্র রাখুন। নৈতিক চরিত্রে সর্বদা নিজেকে সংযত রাখুন। আপনার কাজ ও কথায় অসত্যকে স্পর্শ (প্রভাব) করতে দেবেন না। একজন মানুষ হিসেবে, আমাদের শুধু ধর্ম আছে অর্থাৎ, মনুষত্ব্য (মানবতা) অর্জন করা। এই একই কথা প্রভু জগদ্বন্ধু একটি সূত্রের আকারে বলেছেন - ই মারমা ই ধর্ম' আমি সবাইকে মনুষ্যত্ব (মানবতা) অর্জনের পর মানুষ হওয়ার পরামর্শ দিই এবং অন্যকেও মান্য হতে সাহায্য করি। এটি জনগণের সর্বোত্তম

মহানাম মহাকীর্তন মহানাম সম্প্রদায়ের মতে, মহানাম মহাকীর্তন হল তাদের ধর্মীয় অনুশীলন/সাধনার মূল দিক। মহানাম আক্ষরিক অর্থ ''মহান নাম"। এটি সাধারণত প্রভ জগদন্ধর ''চন্দ্রপথ'' নামের বই থেকে নিম্নলিখিত লাইনগুলিকে বোঝায়, হরি পুরুষ জগদ্বন্ধ মহা উদ্ধারণ চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হাকিতপতন (প্রভু প্রভু প্রভু হে) (অনন্তানন্তময়)

প্রভু জগদ্বন্ধু, "মহানাম", চন্দ্রপাঠ

সেবা।

মহাকীৰ্তন মানে "মহান কীৰ্তন বা প্রভুর পবিত্র নামের জপ।" তাই, মহানাম মহাকীর্তন সাহিত্য মানে উপরে উল্লিখিত মহানামের সমবেত জপ। যেখানে, মহানাম মহাকীর্ত্ন বলতে সাধারণত শ্রী অঙ্গনে প্রথমে রাখা চন্দন কাঠের পাত্রের চারপাশে মহানামের অবিরাম মণ্ডলীর জপ বোঝায় কিন্তু পরে ঘূর্ণিতে মহানাম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মন্দির মহেন্দ্রবাবু অঙ্গনে স্থানান্তরিত হয় কফানগর, ভারত। "শ্রীসম্পুত" নামক চন্দন কাঠের কাসকেট প্রভু জগদ্বন্ধুর পবিত্র দেহ সংরক্ষণ করে। ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি এবং মহানাম সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে মহানাম মহাকীর্তন শোনার পর প্রভু জগদন্ধসুন্দর কোনও দিন কাসকেট থেকে বেরিয়ে

মহানাম মহাকীর্তন ১৯২১ সালের ১৮ অক্টোবর শুরু হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। মহানাম মহাকীর্তন মহানাম "যজ্ঞ"

আসবেন।

নামেও পরিচিত। মহানাম সম্প্রদায়ের সামাজিক কার্যক্রম মহানাম সম্প্রদায়ের সামাজিক কর্মকাণ্ড মহানাম সেবক সংঘদ্বারা পরিচালিত হয়, যা মহানাম সম্প্রদায়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮১ সাল থেকে, মহানাম সম্প্রদায় "শ্রী শ্রী প্রভু জগদন্ধু সেবাঙ্গন" নামে দাতব্য চিকিৎসালয় চালায়।ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপের দক্ষিণ অংশে তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি বার্ষিক মেলা গঙ্গা সাগর মেলার অনুষ্ঠানে মহানাম সম্প্রদায় প্রতি বছর বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। কিছু অ্যাম্বলেন্সও মহানাম সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত

+

ডেকে ওঠে। জানাদের বাড়ির

সামনের ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছের

মাথার উপর থেকে ঝটপট করে

উড়ে যায় এক ঝাঁক বাদুড়। ঋজুর

গা ছমছম করতে থাকে। সেই সঙ্গে

এক তীব্র মন খারাপ গ্রাস করে বসে

তাকে। শুধু চোখের সামনে ভাসতে

থাকে রুনুর চোখ বোঝা মুখটি।

তার এই বয়সে পাড়ায় দু একজন

বৃদ্ধ মানুষকে মারা যেতে দেখলেও

এত ছোট কাউকে মারা যেতে

বিছানায় থাকা চাদরটা মাথা পর্যন্ত

মুরি দিয়ে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ

গুঁজে শুয়ে পড়ে ঋজু। আর তারপর

অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে

কাঁদতে থাকে। কখন যে ঘুমিয়ে

দেখার অভিজ্ঞতা তার ছিল না।

মুখশুদ্ধি

11 কৃতিকণা চিনি।।

নিশ্চিদ্দিপুরের ঠিকানা হয়তো ছিল তোমার কাছে বলে উঠতে পারোনি হয়তো সংশয় ছিল আমার ভব্যতায়! তরে অজুহাতটা আরও একটু নিপাট হওয়া উচিত ছিল না কি? না,.. সাজ দোষারোপ নয়, এক অন্য আমি এসেছি তোমার জানালায়। এসেছি ধন্যবাদের চিঠি হাতে. তোমার প্রতিটি আঘাত রাত জাগিয়েছে আমায়, লিখিয়েছে অনন্ত কবিতার স্বরলিপি..

আগামী জন্মেও এমন করে ধরার আগেই ছেড়ে যেও, অসমাপ্ত উপন্যাসটা শেষ করতে হবে নাং

সজনে ফুল

11 নির্মল কুমার প্রধান।।



তমি প্রজন্ম-ফসল দিতে পারবে কি না-- জানি না! রাস্তার ধূসর-সবুজ গালিচায় শায়িত স্তব্ধ ভোরে তোমার অনাবিল আঁকিবুঁকি আল্পনার ছয়লাপ -গুঞ্জনে ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠার কত আনন্দ - ছন্দ ভেক্সে ওঠো আকান্সে রাতানে, মনের ক্যানভারে কান পেতে শোন ফাগুনের নিরালা পায়ের শব্দা উদয়ান্তের নিভূত পদধ্বনি বুকে ধরে , নিঃসক্ষোচে শুকিয়ে মাটি ছওয়ার অনিবার্য জীবন যুদ্ধে এগোও তুমি একারী , একাই শিশির আলোর ভিত-প্রস্তারে নাম লিখে যাও ,বাসন্তী শুভেচ্ছাকে স্বাগত জানিয়ে সময়ের দলিলে তোমার দস্তখত রাখো ,হে অতিথি, ঋতু উৎসবে চাই তোমার স্বৰ্গাক্ষর আমন্ত্রণলিপি।

।। ডাঃ সুভাষ চন্দ্র সরকার।।

মরিচ ঝাঁপি মানে সুন্দর বনের শান্ত সবুজ দ্বীপ মরিচ বাঁপি মানে হাজার প্রাণের নীতে যাওয়া প্রদীপ।

মরিচ বঁটাপি মানে উনআশির মার্চে , রক্তে ভেজা দ্বীপ, সরিচ ঝাঁপি সারে অর্ধ পোড়া শিশুর চীর শান্তির দ্বীপ।

মরিচ ঝাঁপি মানে স্বদেশ হারানো মানুষের ; ফিরিয়ে দেওয়া মাটি, সরিচ বাঁপি সারে হাজার মায়ের চোখের জলে ভেজা মাটি। মরিচ ঝাঁপি মানে সভ্য সমাজের কলঙ্কিত জলা ভূমি, মরিচ র্মার্সি মার্চে ইতিহাসের পাতায় সাক্ষী রইলাম আমি।।

।। বিক্রমজিত ঘোষ।।



একটা শব্দকে উচ্চারণ করতে অনেকক্ষণ ভাবতে হয় ভারি বলা যারে কিনা ভারি, বলবো-বলবো করে অনেকসময়ে পারিনা বলতে কখনও মন-প্রাণ খুনে বলি শব্দটার মাহাত্ম্য যে অনেক সেটা সকলকে বলা যায় না সকলে শব্দটার যোগ্য নয় তব্য শব্দটা/বলতেই/হয়/ বিশেষ করে নারীদের উদ্দেশ্যে শবা নিৰেদিত হয়ে থাকে ভারি, রলরে। কিনা ভারি কোন নারী শব্দটা ফেরত দিলে ব্যর্থ মনোর্থ হয়ে সেটা ফিরিয়ে দিতে হয় তবু মনের মাঝে রয়ে যায় নারী সামি তোমায় ভালোৰাসি "/

বাড়িতেই বড়রা কিছু খেলো না। একপাল শেয়াল হুক্কা হুয়া করে। শুধু ছোটদের খেতে বসানো হয়েছিল। ঋজুরা তিন ভাই একসাথে খেতে বসেছিল। ঋজু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ভাত তরকারি দেওয়ার সময় কল্যাণীর চোখ দিয়ে া জিল গড়†চেছে। ঋজুর মন খুব খারাপ হয়ে যায়, রুনুর কথা মনে করে। তার মুখ দিয়ে ভাত উঠতে চায় না। ভাতের থালার উপর টপটপ করে দু ফোটা চোখের জল পড়ে। তাডাতাডি জামার হাতায় া চোখ মুছে নিয়ে ভাত খেয়ে উঠে পড়ে সে। সে চায় না তার কান্না কেউ দেখক। তাকে দেখে কেউ কন্ত পাক এটা ঋজু কোনদিনই চায়

ি ঠিক দুপুর দুটোর সময় পাড়ার বড়রা ▋ একটা লরি করে ঋজুদের বাড়ির সামনে বালক সংঘের মাঠে দাঁড়াল। পাড়ার সবাই উপস্থিত হয়েছে সেখানে। ঋজুরাও সবাই সই মাঠে গেল। লরি থেকে একটা ছোট্ট খাটে করে রুনুর দেহটা যখন ামাঠে নামানো হল পাড়ার মা 🛮 কাকিমাদের উচ্চস্বরে কান্নায় সমস্ত পরিবেশ ভারী হয়ে গেল। ঋজু দেখলো খাটের উপর সাদা চাদর ু গায়ে রুনুর চোখ বন্ধ করা দেহটি। ি ঠিক মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে। তার 📗 ফুটফুটে ফর্সা মুখে কোথাও কোনো 🛮 দুঃখের ছাপ নেই।

তার মাথার কাছে থমথমে মুখে স্থবির হয়ে বসে আছে নিবারণ জেঠু। আছারিপিছারী করে কাঁদতে থাকা জেঠিমাকে পাড়ার মহিলারা 🛮 সামলাবার চেস্টা করছে। কিন্তু 🛮 তাদের সবার চোখে জলের ধারা। ■ এ পাড়ায় প্রত্যেকটি ছেলে প্রত্যেকটি মায়ের কাছে নিজের সন্তানের মতই। মিষ্টি ব্যবহারের জন্য রুনুকে পাড়ার সবাই খুব 🛮 ভালোবাসতো। গতবছর দুর্গা 📗 পূজার মাঠে পাড়ার নাটকে সে কৃষ্ণ ঠাকুরের ছোটবেলার ভূমিকায় অভিনয় করে সবার মন জয় করে

নিয়েছিল। সেদিন খুব তাড়াতাড়ি পাড়ার সব বাড়ির আলো নিভে গিয়েছিল। কোথাও কোন আওয়াজ পাওয়া ■ যাচ্ছিল না। রাত্রি নটার সময়ই তাদের বাড়ির সামনের দুটি রাস্তা জন মানব শূন্য। বাইরের দাওয়ায় রাসবিহারী আর কল্যাণী চুপ করে 🛮 বসে আছে।ঋভম আর রিভু খাটের এক পাশে ঘুমিয়ে কাদা। বাইরে । টিপটিপ করে বৃষ্টি পডছে আর এক্সপ্রেসওয়ে। পাড়ার ফাঁকা ভিজে হাওয়া বইছে। ঋজু ঘরের জমিগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে নতুন পেছনের মস্ত বাঁশঝাড়গুলো

সাঁতরাগাছি বদলে যাচ্ছে। সেই মাটির রাস্তা, বাঁশবাগান, শিয়াল মারার দল, বিদ্যুৎবিহীন অন্ধকার রাত্রি, ডিভিসির জলার বিস্তীর্ণ ধান খেত, বর্ষাকালে তাদের বাড়ির পুকুর থে দেকে কৈ মাছের উঠে আসা, কিশোর জেলের মাছ ধরা সবই এখন গল্প মনে হয়। দ্বিতীয় হুগলী সেত্র কাজ চলছে. সাঁতরাগাছির উপর দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা কোনা জানলা দিয়ে দেখতে পায় বাড়ির নতুন মানুষের আনাগোনায়। শুধু পাড়াটাই বদলে যাচ্ছে তা নয়,

🛮 হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। দূরে াবাবার ছিল বদলীর চাকরি,বাবা যখন পলাশী থেকে দিনহাটায় বদলী হলো তখন দাদু মাকে বোঝালো ছেলে মেয়েদের সাথে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, বছর বছর স্কুল পাল্টালে বাচ্চাদের ক্ষতি হয় তাই আমাদের কলকতায় দাদুর কাছে রেখে পড়ানোই ভালো। বাবা,মা পরামর্শ করে বোনকে সাথে নিলো আর আমাকে দাদুর কাছে রেখে দিনহাটা 🛮 চলে গেল। সেটা চুয়াত্তর সাল, দাদু বাড়ির কাছে প্রজ্ঞানন্দ স্কুলে আমাকে ্রাস এইটে ভর্তি করে দিল। প্রথমদিন ক্লাসে গিয়েই বুঝতে পারলাম এ 🛮 এক অন্যরকম স্কুল। সহপাঠীদের অধিকাংশের পুরু গোঁফ,তিন-চার জনের ঘন দাড়িও আছে, সবাই ফুল প্যান্ট পরে আর অনেকেরই মাতৃভাষা হিন্দি। স্কুলটা বেশ একটা কসমপলিটন কালচারের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন েগোষ্ঠীর সব ছাত্র পোস্তা অঞ্চলের এই বাংলা মিডিয়াম স্কুলটায় পড়ে।আগে । যে সব স্কলে পড়েছি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ। তার মধ্যেও িকছু সমমনস্ক ছেলে জুটে গেল। মাস তিনেকের মধ্যে থার্ড বেঞ্চে বেশ ▮ সেট হয়ে গেলাম।একদিন দেখি জামার তিনটে বোতাম খোলা একটা মোটা ছেলে, লোমোশ বুক আর লোমোশ হাত নিয়ে ক্লাসে এসে উপস্থিত। আমার পাশে বসা সনু বলল - ওদিকে যারা ঘেঁস্কে বোস না, মুক্তারাম বসবে। আমরা সবাই ঘেঁষাঘেষি করে বসার পর সেই মুক্তারাম বেঞ্চের 🛮 ধারে বসে পড়ল। স্রেফ একটা চার নম্বর বঙ্গলিপি খাতা নিয়ে স্কুলে এসেছে। ক্লাসটিচার তিওয়ারি স্যার রোল কল করতে গিয়ে মুক্তারামের ▋ উপস্থিতি জানতে পেরে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল - কেয়া হুয়া মুক্তারাম, এতদিন আসিসনি কেন?

মুক্তারাম মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো, কোনো উত্তর নেই। স্যার বিরক্ত হয়ে বলল - তোরা পেয়েছিসটা কী, যতদিন পারলাম স্কুল কামাই করলাম তারপর যবে মর্জি হলো স্কুলে ঢুকে পড়লাম, কোন রাজকার্য 🛮 করতে গিয়েছিলি, শুনি ? মুক্তারাম এবার মাথা নীচু করেই মুখ খুলল -শ্বশুরাল গয়া থা,স্যার।

তিওয়ারি স্যার সস্তোষজনক উত্তর পেয়ে আর কথা না বাড়িয়ে তড়িঘড়ি রোল কল করে অঙ্ক কষাতে লাগলো।

আমার সব থেকে বেশি বন্ধুত্ব হলো রজতের সাথে,তার মতো সাহসী ছেলে আমি আর কাউকে দেখি নি। রজত আর আমি একসাথে বাড়ি ি ফিরতাম ,পথে একটা মিষ্টির দোকানে ঢাকাই পরোটা বিক্রি হতো, আমি কনোদিন ঢাকাই পরোটা খাই নি,সে কথা ওকে বলতেই ও বলল - চল ▮ তোকে আজই খাওয়াচ্ছি। দোকানে ঢুকে ঢাকাই পরোটা আর ল্যাংচা অর্ডার করে বসে তো বেশ আয়েশ করে খাওয়া হলো। আমি বেজায় খুশি। খাওয়া দাওয়ার পর বেসিনে হাত ধুয়ে এক মুঠো মৌরি মুখে ু চুকিয়ে চিবোতে চিবোতে রজত কাউন্টারের ছেলেটাকে বলল- পুয়সার ব্যাগ স্কুলে ফেলে এসেছি, কাল দিয়ে দেব। বাইশ তেইশ বছরের হাট্টাকাট্টা ছেলেটা খপ করে রজতের হাত চেপে ধরে বলল - ঠিক আছে শালা, 📘 তোর বন্ধু গিয়ে পয়সা নিয়ে আসুক, তুই এখানে থাক। রজত ঠাণ্ডা গলায় বলল - হাত ছাড় বে, তুই যে বাজে পাড়ায় মুনিয়ার ঘরে যাস তোর কাকাকে বলে দেব। একদম সাপের মাথায় জলপড়া পড়ল, ছেলেটা হাত ছেড়ে বলল - ঠিক আছে যা, পরে দিয়ে <mark>দিস।</mark>

এক বছর কেটে গেল আমরা অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিলাম, স্কুলে ফেল েটেলের কোনো বালাই নেই ,শুধু বিশেষ কয়েক জনের বাবা,কাকাকে ■ ডেকে পাঠিয়ে পরের বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবাইকে ক্লাস নাইনে তুলে দেওয়া হলো। সদানন্দ আর গোকুল কাশীশ্বরী

।। দেবব্রত ঘোষ মলয়।। বদলে যাচেছ ঋজু নিজেও। হবি। সায়েন্সের জন্য খুব বিখ্যাত

এই কলেজ।

আকাশ আগেই ঋজুকে বলেছিল,

কৈশোরের সেই মিষ্টি দুপুরগুলো কেটে যেত আম বাগানে, চিন্তা ভাবনাহীন খেলার মাঠে। মা-বাবা-দিদিভাই থেকে পাড়ার দাদা দিদিদের প্রশ্রয় তাদের বাড়স্ত কৈশোরকে আরোও দামালপনা করার উদ্দীপনা যোগায়। এই নরম কিশোর জীবনটা আরো এক অন্য আস্বাদ পায় স্বরলিপির কাছ থেকে। যেদিন প্রথম স্বরলিপি তার গালে চুমু খায় সেদিনই বোধহয় সে কিছুটা বিড হয়ে যায়। এখন যৌবনের দারপ্রান্তে বসন্তের পদধ্বনি অনুভব করে রক্সে রক্সে। দাদা ঋভু এখন তাদের থেকে একটু দূরে চলে গেছে। কলেজের বন্ধুবান্ধব, পড়ে সে বুঝতেই পারেনা। দুপুরের ম্যাটিনি শো এ সিনেমা,

অমিতাভ বচ্চনের অনুকরণে সাজ

পোশাক এসব নিয়ে বেশ কাটছে

তার দিনগুলো। ঋজু আর ঋভম

এর বন্ধুগুলো প্রায় একই।

রোববারের দুপুরগুলো সবাই মিলে

খেলার মাঠে এখনো জোর আড্ডা

গত সপ্তাহে হায়ার সেকেভারির

রেজাল্ট বেরিয়েছে। ঋজু ও তার

বন্ধরা সবাই ভালোভাবেই পাস

করেছে। ওদের সবারই ছিল বিজ্ঞান

তুই কিন্তু নরসিংহ দত্ত কলেজে ভর্তি

তুই আর আমি একই কলেজে ভর্তি হব। আকাশের মা সুনিতা দেবী ঋজুকে খুব ভালোবাসেন। এই বছর শীতেই দুখানা একই রকম সোয়েটার নিজের হাতে বুনেছেন তিনি। বুকের কাছে নকশা করা দুটি সোয়েটারের ডিজাইন এক। শুধ আকাশেরটা সবুজ আর ঋজুরটা (মরুগ্রু আজ দুই বন্ধু সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়ল কলেজের উদ্দেশ্যে। তাদের কাঁধের ব্যাগে হায়ার সেকেভারি আর মাধ্যমিকের মার্কশিট পেন ডায়েরি এইসব। আকাশকে ঋজুদের বাড়ি অব্দি দিয়ে গেল তার মা সুমিতা দেবী। কল্যাণী দুজনের মাথায় ঠাকুরের ফুল দিয়ে বললেন

ভালোভাবে ভর্তি হয়ে আয়। সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে দুই বন্ধু। ঋজু বেশ ছোটবেলাতেই মামার বাড়ি গিয়েছিল একা একা। আকাশ কোনদিনও একা ট্রেনে চড়ে নি। তার বাবা দুর্গাপুরে চাকরি করে। তাই সুনিতা দেবী তাকে একা কোনদিন ট্রেনে চড়তে দেননি। মাত্র দুটি স্টেশন পরেই টিকিয়াপাড়া।তারা নেমে পড়ে ট্রেন থেকে। ফাঁকা স্টেশন। গোটা প্লাটফর্ম জুড়ে ছড়িয়ে আছে টকটকে লাল শিমুল ফুল। এখনো অনেকগুলো গাছে ঘেরা এই স্টেশন। এই আকাশ চানা খাবি?

আকাশ তো এক কথায় রাজি। প্ল্যাটফর্ম এর উপরই বেতের ঝুড়িতে কলা ওঠা ভিজে ছোলা নিয়ে বসেছে এক ফেরিওয়ালা। ছোলার চারপাশে লাল নীল অনেক কৌটো সাজানো। তার কোনটায় পেঁয়াজ কুঁচো, কোনটায় কাঁচালন্ধা কুঁচো, কোনটায় তেঁতুল জল। সবকিছু মিশিয়ে সুন্দর করে মেখে শালপাতার ঠোঙায় তাদের হাতে তুলে দেয় চানাওলা। মুখে দিয়ে মোহিত হয়ে যায় দুই বন্ধু। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে প্রতিদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় এই চানা খাবে তারা। প্লাটফর্ম থেকে বাইরে নেমেই দেখে চারপাশে বড় বড় কারখানা। বিভাগ। এবার কলেজে ভর্তির একজনকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি পালা। দাদা ঋভু দীনবন্ধু কলেজে একটা সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেন। পড়াশোনা করে কমার্স নিয়ে। সে সেই রাস্তার দু ধারে লেদ মেশিনের

মেশিনে লোহাকে টুকরো করা হচ্ছে, প্রচুর শ্রমিক উদয় অস্ত কাজ করছে সেখানে। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরই একটা বড় পাঁচিল দেওয়া গেটের সামনে দাঁড়ায় তারা। গেটের মাথাটা লোহার গোল গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সেখানে লোহা কেটে কেটে লেখা আছে নরসিংহ দত্ত কলেজ। গেটের ভিতরে ঢুকেই দেখে সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি, সেখানে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছের গোড়ায় গোল করে বেদি করা। আর কিছুটা ছাড়াছাড়া গোল গোল টিনের শেডের নিচে বসার জায়গা। অনেকটা পার্কের মত। প্রতিটা বেদীতেই এক ঝাঁক করে ছেলে-মেয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। অনেকে গি ার নিয়ে গানও গাইছে। বিশাল চত্বরের ডানদিকে ক্যান্টিন। বাঁ দিকে সেন্ট জন অ্যাম্বলেন্স এর অফিস। আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঁচখানা বিল্ডিং। প্রত্যেকটি বিল্ডিংই তাদের বাকসাড়া হাইস্কুলের থেকে অনেকটা করে বড়। আকাশ ভ্যাবাচ্যাকা মুখে ঋজুকে প্রশ্ন করে, কলেজ এত বড় হয়? তাহলে অফিস ঘরটা কোথায় ? এ সময় বাঁদিকে সেন্ট জন অ্যাম্বলেন্স এর পাশে আরেকটি ছোট অফিস দেখতে পায় তারা। সেই অফিসের চারপাশে অনেক

লাল চেয়ার পাতা। সেখানে বেশ স্মার্ট কয়েকটি ছেলে-মেয়ে বসে। সালোয়ার কামিজ পড়া একটি খুব সুন্দর দেখতে মেয়ে ঋজুদের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল তুলে ডেকে বলে, এই এই তোদের বলছি। এদিকে আয়। ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় দুজনেই। এ কি রে বাবা। প্রায় তাদেরই বয়সের অথবা তাদের থেকে সামান্য বড় মেয়েটা চেনেনা জানে না তুই তোকারি করছে। মেয়েটার সামনে গিয়ে আকাশ বলে - বলুন কি বলছেন। এবার সব ছেলেমেয়েগুলো সমস্বরে হা হা করে হেসে ওঠে। প্যান্টের উপর পাঞ্জাবি পরা একটি ছেলে বেশ নেতা গোছের দেখতে, মেয়েটিকে হাসতে হাসতে বলে, এই রুনা তোর ছোট ছোট ভাই এসেছে তোকে আপনি বলছে। এই থামবি? চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে রুনা। তারপর ঋজুর দিকে তাকিয়ে বলে, ভর্তি হতে এসেছিস বুঝি? কোন স্কলে পড়তিস ? ঋজু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। বলে, বাকসাড়া স্কুলে। মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বলে, ও তাই জন্য এত গাইয়া তোরা। যাই হোক শোন, এইটা হচ্ছে ছাত্র সংসদের অফিস। কলেজে ভর্তি হবার আগে এখানে ফর্ম ফিলাপ করে সংসদের সদস্যপদ নিতে হবে। তারপর পোস্টার আর ছবি টাঙানো। মাথায় তাদের যা কিছু সমস্যা সব আমরা

ভালোলাগা খুঁজে নিতে হয়'

।। দেবাশীষ ঘোষ।।

জীবন ছন্দময়, বাতাসে দুর্ভিক্ষের গন্ধ, ছড়িয়ে আছে অঙ্কত এক ভালবাসার স্তুপ, প্রজাপতির পাখনা থেকে ঝরে পড়ছে মারণ অ্যাসিড রক্তাক্ত গোলাপের পাপড়িতে,

ছিনতাই এর মানসিকতা সুস্পষ্ট মখমলের বিছানায়

পরাধীনতার শৃংখল সাপুড়ের বিনের তালে জেগে উঠছে গহন অরণ্যে র সবুজ বৃক্ষকে জড়িয়ে , অসহ্যস্পর্শে নারীর আর্তনাদ থেমে যায় উৎসবের কলরবে,

পরিচিত পাখিরা ডানা ছেড়া রক্তের পলক দিয়ে আকাশের বুকে লিখে রাখছে তাদের জীবন ইতিহাস,বিষাক্ত কীট অনবরত ঘৃণ্য সঙ্গম করে চলেছে অঙ্কুরিত সবুজ পাতা কে,

সূর্য তার অটল অন্ড দৃষ্টি দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করছে সমুদ্রের পূর্ণ যৌবনা স্নান বালুচরের শঙ্খ আজ স্লান মৃত, বোধনের ঢাকে শোনা যায় বলির হাড়ি কাঠের লোমহর্ষক শব্দধনী,

তবুও জীবন ছন্দময়, শান্তির বিশ্বাসে অটল, শিউলি ঝরা ভালবাসায় ধরা দেয় কাশফুলের কোমলতা, ফাগুনের ধামসা মাদলে কাল ভ্রমর এসে বসে রক্তিম কৃষ্ণচূড়ায়ে,

অশান্ত অস্থির একরাশ পলি বুকে নিয়ে জেগে থাকা নদীতেও দক্ষিণা বাতাস খেলা করে সাদা পালের কোলে,

আভমান দূরে সারয়ে রেখে আজ আবার এসো তুমি পুরনো সেইখানে হয়তো আজ প্রজাপতিরাও আসবে ডানা মেলে কাটার বৃস্ত থেকে একটা গোলাপ উপহার দেবো তোমাকে, গোধূলি তার রক্তিম আলোর ছটায় অভিনন্দন জানাবে আগামী সকলকে, আবার আমাদের দেখা হবে নতুন কোথাও কোন এক একান্তে, ভালোলাগা খুঁজে নিতে হয়।

: আনরুদ্ধ রায়।।

ঋজুকে ডেকে বলে, শোন ভাই, কারখানা। সেখানে বড় বড়

কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়া দুটো মেয়ের সাথে স্কটিশের ছেলে সেজে চুটিয়ে প্রেম করতে লাগলো আমাকে একদিন সদা স্কুল যাওয়ার সময় রাস্তায় দেখা হওয়ায় ছোটো ভাই বলে মেয়েটার সাথে পরিচয় করিয়ে

শোলে রিলিস করলো পনেরোই অগাস্ট, চার পাঁচ জন ওপেনিং ডে ওপেনিং শো দেখে এসে কয়েক দিন ধরে স্কুলে হেবিব বাতেলা মারতে লাগলো, রজত একদিন বলল - চল, শোলে দেখবি?

- পয়সা কোথায় পাবো? - সে আমি ব্যবস্থা করছি।তুই আজ ছুটির পর পেছনের পাঁচিলের ওপারে দাঁডিয়ে থাকিস, কেউ যেন না দেখে।

ছুটির পর আমি দাঁড়িয়ে আছি , কিছুক্ষণ বাদে ওপার থেকে রজত স্কুলের কাঁসার ঘন্টাটা নামিয়ে দিল। আমি ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললাম, তারপর রজত আমাকে নিয়ে টিরিটি বাজারের এক দোকানে অনেক দর কষাকষি করে শেষে ছাব্বিশ টাকায় চোরাইমালটা বিক্রি করলো। পরেরদিন স্কুলে তো হেব্বি কেলো, ঘন্টা চোর ধরার জন্য স্বয়ং হেডস্যার অবধি মাঠে নেমে পড়েছে, কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু চোর ধরতে পারল না। শেষে সিক্স থেকে টেন ক্লাসের সবাইকে তিন টাকা করে জরিমানা করা হলো। নতুন যে ঘন্টাটা এল সেটায় আবার ভালো শোনা যেত না। ক্লাসে অনেক সময় আমরা ঘন্টা পড়ে গেছে বলে মাঝখানে স্যারকে ক্লাস থেকে ভাগিয়ে দিতাম।

আমি আর রজত স্কুল পালিয়ে জ্যোতি সিনেমা হলে এক টাকা পাঁচিশের লাইনে দাঁড়িয়ে শোলে দেখলাম, ফেরার সময় পেট ভরে মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খেলাম। স্কুল ছিল আমাদের আড্ডার স্থল, গুলতানির জায়গা, মিটিং স্পট, বদমাইশির জায়গা, আমাদের ভালোবাসার সব কিছু ,খালি পড়াশোনা টা বাদ দিয়ে। আমদের কেমন ধারণা হয়ে গেছিল যে পড়াশোনা করার জন্য আমরা এই ধরাধামে আসি নি, আমরা অনেক বৃহত্তর কাজের জন্য জন্মেছি।

ক্লাস টেনে উঠে শুনলাম সনু আর কল্লোল মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, মানে বোর হয়ে মদ আর খায় না, তাহলেই বোঝো স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড! টেন শেষ হয়ে গেল হঠাৎ একদিন বুঝলাম মাধ্যমিক পরীক্ষা ঘাড়ে এসে পড়েছে। বীরেন্দ্রলাল স্কুলে সিট পড়েছে। বাংলা পরীক্ষার দিন সনু খুব মন দিয়ে লিখছে। পরীক্ষার গার্ড ঐ স্কুলের বাংলার মাস্টার তিনি সবার পেছনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লেখা দেখছেন। উনি খেয়াল করলেন সনু শঙ্কা,শক্তি, শৈবাল সব বানান দন্তের স দিয়ে লিখছে, উনি আর থাকতে না পেরে সনুকে বলেই ফেললেন - এগুলো ঠিক করে তালেব্য শ করো। সনু কোনো পাত্তা না দিয়ে লিখেই যাচ্ছে। ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ বাদে গিয়ে দেখে সনু একই জিনিস লিখছে। উনি চরম বিরক্তি নিয়ে সনুকে আবার বললেন- কী হলো বানান গুলো ঠিক করলে না, মার্কস

সনু ব্যাজার মুখে বলল- কী করব স্যার,তালব্য শ টা হাত ঘুরিয়ে আমার হাতে ঠিক আসে না। উনি মাথায় হাত দিয়ে সেই যে চেয়ারে বসে পড়লেন পরীক্ষা চলা কালীন আর উঠলেন না। মাধ্যমিকের পরে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলাম, রজতের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা থেকেই গেল। রজত জগ্নু চাচার মেয়ে রমার প্রেমে পড়ে বেশ কয়েকদিন একসাথে ঘোরাঘুরি করল। জগ্নু চাচার আখের রস বার করার কল ছিল,ও কয়েকদিন জগ্গু চাচার সাথে আখের রসের গাড়ি ঠেলে, কল ঘুরিয়ে আখ পিষে রসও বিক্রি করলো, কিন্তু রমার ' উ সব কুছ শাদি কে বাদ' মনোভাবের জন্য আর এগুলো না। বি কম পাশ করে একটা অডিট ফার্মে চাকরি করতে লাগলো। সি এ পড়তে গিয়ে আবার এক জন সহপাঠিনীর প্রেমে পড়ল, সে বেশ বডোলোকের মেয়ে। এখানে আর পেছোতে হয় নি কারণ বাড়িতে কেউ বাধা দেয় নি। ওরা যখন বিয়ে করলো রজতের রোজগার কম, তাই মাত্র বারো হাজার টাকা বাজেটের বৌভাতের অনুষ্ঠান করতে হলো। ক্যাটারারকে বলা হলো মেনুতে একটা ভেজিটেবিল চপ জুড়ে দিতে, সস্তায় পুষ্টিকর আর কাসুন্দি দিয়ে সার্ভ করলে বেশ একটা অ্যারিস্ট্রোকেসির ছাপ থাকবে। রজত পরে অনেক উন্নতি করেছে,নিজের বেশ চালু ট্যাক্স অডিটের কোম্পানি, কিন্তু আজীবন বৌয়ের কাছে বৌভাতের মেনুর খোঁটা খেতে হয়েছে।

রজতের একটাই ছেলে ,সেটা হয়েছে বাপের বিপরীত। শান্ত, শিস্ট, পড়াশোনায় তুখোড়, বাপ মায়ের গর্বের ছেলে। জীবনের সব পরীক্ষায় সম্মানের সাথে পাশ করে কেম্ব্রীজে রিসার্চ করতে গেল,পরে ওখানেই কোনো কলেজে পড়াতে লাগলো। বাপ,মায়ের শখ ছেলের ঘটা করে বিয়ে দেবে।সুন্দর দেখতে,বংশ মর্যাদার এগিয়ে থাকা বৌ হবে। সেরকম একজনকে ঠিক করেই রেখেছিল। ছেলে জানাল সে অনাথ আশ্রমের এক মেয়েকে বিয়ে করবে াকোলকাতায় ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় কোনো মিশনে যেত,সেই সময় থেকে ওর আলাপ এবং ভালোবাসা। মেয়েটি পোলিও আক্রান্ত, ক্রাচ নিয়ে হাঁটে। বাবা,মা এ বিয়ে কিছুতেই মানতে পারল না,ওকে অনেক বোঝালো,কিন্তু ছেলে তার অভিপ্রায়ে অন্ঢ়,সে এই মেয়েকেই বিয়ে করবে। রজত আর ওর বৌ চরম হতাশায় ব্যাপারটা মেনে নিতে বাধ্য হলো। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ওদের বিয়ে হলো।বিয়ের সব খরচ ছেলে করলো,বাপের কাছ থেকে এক পয়সাও নেয় নি। ছেলের দুজন বিদেশী কোলিগ সম্ভ্রীক ব্রিটেন থেকে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোলকাতায় এসেছিল।ছেলে এখানকার নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ওদের কয়েকজন মাত্র নিকট আত্মীয় আর বাবার বন্ধুদের মধ্যে খালি আমাকে বলেছিল।ওর ছেলেবেলার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল আর অনাথ আশ্রমের জনা পঞ্চাশ ছেলে মেয়েও ছিল। তারা তাদের দিদির বিয়েতে খুব হৈ চৈ,আনন্দ করল।

বিয়ের দিন গিয়ে আমি অনুভব করলাম, আমাদের শিক্ষা,দীক্ষা, চেতনায় এরকম বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়, এরকম বিয়ে করতে গেলে অসম্ভব মনের জোর আর গভীর ভাবে ভালবাসতে জানতে হয়।রজত নিজেই তো ছোটোলোক ,জগ্নু চাচার মেয়েকে ল্যাং মেরে সরে পড়েছিল।এই ছেলের জীবন বোধ আলাদা। আমার আশীর্বাদের পরিবর্তে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছিল।

আমারা জীবনে খালি বেঁচে থাকতে শিখেছি,রজতের ছেলের মতো

মানুষ হতে পারিনি।

সোনামুড়ার শিবিরে ১৮ ক্রিকেটার

ক্রীড়া প্রতিনিধি সোনামুড়া,১৮ মার্চ উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিপক্ষ সাব্রুম মহকুমা। অমরপুরের রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। ২৫ মার্চ থেকে শুরু হবে আসর। আসরে সাফল্য পাওয়ার জন্য জোড় প্রস্তুতি চলছে সোনামুড়া মহকুমার। মহকুমার স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে। ১৮ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে চলছে প্রশিক্ষণ। আসরের সোনামুড়ার গ্রুপে সাব্রুম ছাড়া রয়েছেবিলোনিয়া, শান্তিরবাজার এবং উদয়পুর মহকুমা। ২৬ মার্চ শান্তিরবাজার, ২৮ মার্চ বিলোনিয়া এবং ২৯ মার্চ উদয়পুরের বিরুদ্ধে খেলবে সোনামুড়া মহকুমা। প্রতি গ্রুপ থেকে ১ টি করে দল সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে। জানা গেছে, আগামী দু-একদিনের মধ্যে ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষনা করা হবে। শিবিরে থাকা ক্রিকেটাররা হলো: শুল্রপ্রতীক দাস, অনিরুদ্ধ দেবনাথ, অনিরুদ্ধ দাস, অর্ঘদ্বীপ দেবনাথ, আরফান উদ্দিন, কুলদীপ সরকার, সিদ্ধার্থ মজুমদার, দিবাকর দাস, মিনহাজ আহমেদ, প্রান্তিক চক্রবর্তী, আরিয়ন পাল, কৌশিক দেবনাথ, আকিব রসিদ, মনিষ দেববর্মা,অপন দেববর্মা, প্রকাশ ত্রিপুরা, সিয়াম হুসেন

শক্তি বাড়ালো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব দলে ভিনরাজ্যের ২ ক্রিকেটার



ক্রীড়া প্রতিনিধি শক্তি বাড়ালো সদ্য সুপার ডিভিশনে সেরা স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। মণিশঙ্কর মুড়াসিং এবং আনন্দ ভৌমিকের অভাব ঢাকতে আনা হলো ভিন রাজ্যের দুই ক্রিকেটারকে। শনিবার অনুশীলনেও যোগ দেন ওই দুই ক্রিকেটার। এরমধ্যে একজন অনুর্ধ-১৯ জাতীয় দলের শিবিরেও ছিলেন। ফলে দলের শক্তি আরও বাড়লো বলা চলে। মরশুমে দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে স্ফুলিঙ্গের খেলতে রাজ্যে এলেন জাতীয় অনূর্ধ-১৯ দলের শিবিরে থাকা বাহাতি ব্যাটসম্যান উত্তর প্রদেশের সন্দীপ কুমার এবং বেনারসের অলরাউন্ডার সানি সিং। দলের মষানেজার শুভম ঘোষ এখবর জানান। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য মরশুমে দ্বিমুকুট জয় করা। তা মাথায় রেখেই সাজানো হয়েছে দল। আশাকরি ত্রিপুরার ক্রিকেট প্রেমীদের মন জয় করে নেবে ভিন রাজ্য থেকে আসা দুই ক্রিকেটার। এবং দলকে সাফল্য এনে দিতে মৃখ্য ভূমিকাও নেবে'। অনুশীলনে দুই ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স দেখে খুশি কোচ দীপক ভাটনাগরও। তিনিও বিশ্বাস করেন, দুজনই ভালো মানের ক্রিকেটার। এবং দলকে সাফল্য এনে দেবেই।

প্রেস ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গৈমস এন্ড স্পোর্টস' শুরু হচ্ছে ২০ মার্চ থেকে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ইন্ডোর-আউটডোর গেমসের পাশাপাশি নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। মূলতঃ বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা সমূহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে সেই বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে। নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য-সদস্যাবৃন্দের পরিবার পরিজনরাও অংশ নিতে পারবে। আগামী ২০ মার্চ, সোমবার লুডো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবারকার ক্রীড়ার আসর। ওইদিন বেলা এগারোটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে পূর্বোত্তর অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণপদক বিজয়ী ত্রিপুরার অ্যাথলেট রিয়া দেবনাথ, আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমুখও উপস্থিত থাকবেন। অংশগ্রহণকারী খেলোয়াডদের যথাসময়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে।

আইপিএল শুরুর আগেই আরম্ভ কোহলি বনাম ধোনির লড়াই!

চলেছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৬ তম সংস্করণ। তিন বছর পর করোনার আতঙ্ক কাটিয়ে আবার একবার স্বাভাবিক হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে আয়োজিত হতে চলেছে প্রতিযোগিতাটি। দর্শকরাও সম্পূর্ণ দলকে সাপোর্ট করার জন্য। কিন্তু এবার প্রশ্ন হচ্ছে যারা মাঠে যাবেন ডলার লিগের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন ?আইপিএলের ইতিহাসে এই প্রথমবার টিভির সম্প্রচার স্বত্ব এবং অনলাইন সম্প্রচার স্বত্ব পেয়েছে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা। ভারতে আইপিএল অফি সিয়াল ২০২৩-এর সম্প্রচারকারী হল স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক। এর মানে হল যে আগ্রহীরা স্টার স্পোর্টস চ্যানেলে

ইভিয়ান প্রিমিয়ার লিগের সমস্ত অধিনায়ক।

২ সপ্তাহও। মহিলা আইপিএল শেষ অনলাইনে এবার থেকে ডিজনি হওয়ার দিন দিনে পরে আরম্ভ হতে হটস্টার নয়, আগ্রহীরা ভায়াকম ১৮-এর অ্যাপ জিও সিনেমায় টুর্নামেন্টের লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পাবেন।দুই সংস্থায়ী ভিন্ন ভিন্ন আইপিএলের প্রমো তৈরি করেছে এবং তা নিয়ে সকলের সামনে উঠে এসেছে বিরাট কোহলি এবং মহেন্দ্র প্রস্তুত মাঠ ভরিয়ে নিজের প্রিয় সিংহ ধোনির দ্বন্দু। ভায়াকম যে প্রমো তৈরি করেছে জিও সিনেমার জন্য, সেখানে ক্যাপ্টেন কুল, না তারা কিভাবে এই মিলিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনি জানিয়েছেন আর টিভিতে এই আইপিএল দেখার প্রয়োজন নেই। আরো সুন্দর অভিজ্ঞতার জন্য এখন আগ্রহীরা স্ট্রিমিংয়ের সাহায্যে ম্যাচের আনন্দ উ পভোগ পারবেন।অপরদিকে স্টার স্পোর্টসের প্রমোতে কাজ

করেছেন বিরাট কোহলি। টানা

বেশ কয়েক বছর ধরে এই কাজটা

করছেন প্রাক্তন ভারতীয়

কুশল জৈন স্মৃতি ওপেন টেনিসের ফাইনাল আজ



ক্রীড়া প্রতিনিধি কুশল জৈন স্মৃতি ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচেছে। খেলা শেষে মালঞ্চ নিবাস টেনিস কোর্টেই হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।উল্লেখ্য, ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টেনিস ইভেন্ট, কুশল ওপেন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে আজ। রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চা নিবাসে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দেবপ্রিয় বর্ধন, ত্রিপুরা

টেনিস সংস্থার সভাপতি বিধান রায়, সহ-সভাপতি প্রণব চৌধরী ও তডিৎ রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, জইন ইন্ডাস্ট্রি ও টুর্নামেন্ট পরিচালক রমেশ জৈন, টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর দেবপ্রিয় ঋষিদাস প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মিক্সড ডাবলস উভয়ের জন্য গ্রুপ লিগের ম্যাচগুলি চলছে, মিজোরাম হল প্রথম দল যারা ইতিমধ্যেই পুরুষ ডাবলসের সেমিফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। পুরুষদের একক বিভাগে, আসামের অরুণাংসু বড়ঠাকুর কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশের জন্য বাংলার ৫ম বাছাই

অঙ্কুর চিরিমারকে ৫-০ ব্যবধানে হোঁয়াইটওয়াশ করেছেন। ত্রিপুরার ছেলে, টুইজিলাং দেববর্মা, ৩ দিনের জাতীয় র্যাঙ্কিং এআইটিএ চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজের বয়েজ সিঙ্গেলস অনুর্ধ-১৬ ড্রায়ে শীর্ষ বাছাই করে ফাইনালে একটি স্থান নিশ্চিত করেছে কারণ সে ওডিশার ইশান মিশ্রকে ৯-৩ ব্যবধানে পরাজিত করেছে। দেববর্মা ফাইনালে ওড়িশার অহন মিশ্রের মুখোমুখি হবেন, যিনি ঝাড়খণ্ডের স্নেহাল সিং মুভাকে সহজে ৯-১ ব্যবধানে হারিয়েছেন। গার্লস সিঙ্গলস অনুর্ধ ১৬ বাংলার সারা লুইস গোমেস

এবং প্রতিষ্ঠা রায়ের মধ্যে মুখোমুখি হবে। আগামীকাল রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চ নিবাসে বিকেল ৪:০০ টায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে মেয়র দীপক মজুমদার

মেয়র, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সেক্রেটারি অমিত রক্ষিত, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রথম সেক্টোরি রিজানুল হক, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন বলে ত্রিপুরা টেনিস সংস্থার সচিব সুজিত রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

টিসিএ-তে চাপানউতোর ক্রিকেট প্রেমীদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইট হবে। এর লক্ষ্যে কাজ ও চলছে দ্রুত গতিতে। এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটে খেলা হবে, বিষয়টা তো রাজ্য ক্রিকেটের উন্নয়নের পক্ষেই হবে। তাই তো। এই বিষয়টা অন্তত ভালো করে বুঝে গেছেন রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমীরা। তবে একটা অংশের দাবি, এমবিবি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটের নাকি কোনো দরকার নেই। টিআইটি মাঠে তো ফ্রাডলাইট হচ্ছেই। আরে একেমন কথা। দুটো স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইট হলে তো রাজ্য ক্রিকেট তথা ক্রিকেটারদেরই লাভ। এতে তো ক্ষতির কিছুই নেই।তবে এই সহজ

কেন মিয়ামি ওপেন খেলতে পারবেন না জোকার?

(সংবাদ সংস্থা) : করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন না নেওয়ায় এবার আমেরিকায় যেতে পারছেন না নোভাক জোকোভিচ। কোভিড টিকা নেননি এমন কাউকে দেশে প্রবেশ করতে দিচেছ না জো বাইডেন প্রশাসন। তাই জোকোভিচকে ভিসা দেওয়া হয়নি। এর ফলে এর আগে ইভিয়ান ওয়েলস মাস্টার্স খেলতে পারেননি জোকোভিচ। এবার বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় খেলতে পারবেন না মিয়ামি ওপেন।

আগামী ১১মে পর্যন্ত আমেরিকায় কোভিড জরুরি অবস্থা চলবে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। টিকা না নেওয়ায় এর আগে ইভিয়ান ওয়েলস মাস্টার্সের সময়ও জোকোভিচের ভিসার আবেদন বাতিল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন জোকার। এবার মিয়ামি ওপেন সামনে রেখে আবারও আমেরিকার প্রশাসন তাঁর ভিসার আবেদন বাতিল করে দিল।

সত্যটা কিছুতেই মানতে চাইছে না তাদের কোনো যোগ সাজস নেই। সেই অংশটি। তারা দল বেঁধে টেভারে তারা কাজ পেয়ে করে টিসিএর সভাপতির কাছে নাকি চলেছেন কাজ। এবার প্রশ্ন হলো, অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছেন সেই গোষ্ঠী টিসিএর সভাপতির বর্তমান কমিটিকে হেয় করার জন্যই এমবিবি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট কাছে যে অভিযোগ করলো, তার তাদের এই প্রয়াস বলে প্রসঙ্গ নিয়ে। তাদের অভিযোগ, আদতেই কোনো ভিত্তি নেই। কেন যিনি এই ফ্লাডলাইটের অনুমতি দিয়েছেন তিনি নাকি একজন আগে তো সিভিল ওয়ার্কের কাজও রয়েছে। এর জন্য তো সিভিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তার নাকি কোনো এক্তিয়ার নেই। আদতে ইঞ্জিনিয়ারের অনুমোদন চাই। যা ই নিলো টিসিএ। এখন বাকি সবটা কিন্তু বিষয়টা এরকম নয়। ফ্রাডলাইটের যারা কাজ প্রেয়েছেন ব্যাপার ফিলিপস কোম্পানির। হয়তো এই বিষয়টি সঠিকভাবে তারা ফিলিপস কোম্পানির লোক। টেভার ড্রপ করেই একদম বৈধ অনুধাবন করতে পারছেন না সেই গোষ্ঠীর লোকেরা। তাই অযথা ভাবে এই কাজের বরাত নিয়েছেন তারা। এতে লুকো চুরির কোনো বিষয় নেই। এক্ষেত্রে টিসিএর সঙ্গে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মহলের। প্রাপ্ত অভিমত ক্রিকেট প্রেমীদের।

খবর এরকম যে . এই গোষ্ঠীর লোকেরা হাটে বাজারে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে চলেছেন। টিসিএর অভিযোগ।একই সঙ্গে যারা না ফ্লাডলাইট যে বসানো হবে, এর সভাপতির কাছে অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছেন তাদের কয়েকজন তো টিসিএর জেনারেল বডির সদস্যই নয়। তাহলে তারা কি করে এই অভিযোগ তুললেন। এই করে তো তাহলে সেই গোষ্ঠীর লোকেরা চায় না রাজ্য ক্রিকেটের উন্নতি হোক। যদি চাইতো তাহলে অযথা এই বিষয় নিয়ে এই ভাবে লাফালাফি করছেন বলেই ধারণা লাফালাফি করতেন না তারা,

ও.এন.জি.সি ভলিবল সম্পন্ন ওয়েস্টার্ন সেক্টরের জয়জয়কার



ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। ওয়েস্টার্ন সেক্টরের জয়জয়কার। একদল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো অপর দল রানার্সআপ ট্রফি পেয়েছে। ওএনজিসি-তে ইন্টার সেক্টর ভলিবল টুর্নামেন্ট আজ, শনিবার শেষ হয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে ওয়েস্টার্ন সেক্টর-২ দল ওয়েস্টার্ন সেক্টর-১ দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে ওয়েস্টার্ন সেক্টর-২ দল ৩-১ সেটে তথা ২৫-১৭, ২৩-২৫, ২৫-২২ ও ২৫-১৯ পয়েন্টে সেক্টর-১ দলকে পরাজিত করেছে। উল্লেখ্য, মূল পর্বের সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলায় ওয়েস্টার্ন সেক্টর ২-০ সেটে অর্থাৎ ২৫-১০ ও ২৫-১০ পয়েন্টে ওএনজিসি-র সদর কার্য়ালয় দেরাদুন সেক্টরকে পরাজিত করেছে। অপর খেলায় মুম্বাই সেক্টর ৩-১ সেটে অর্থাৎ ২১-২৫, ২৬-২৫, ২৫-১৮ ও ২৫-২২ পয়েন্টে আসাম সেক্টরকে পরাজিত করেছে। ওএনজিসি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার কমিটি আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী ইন্টার সেক্টর ভলিবল টুর্নামেন্ট আজ ফাইনাল ম্যাচের পর বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রতিযোগিতা ঘিরে ওএনজিসি সেক্টর মহলে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটের আজ ৩ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে আজ থেকে অভিযান শুরু করছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রতিপক্ষ ব্লাডমাউথ ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে হবে ম্যাচটি। ম্যাচে সাফল্য পেতে দুদলই শনিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আসরের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে শক্তি বাড়ালো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। দলে নেওয়া হলো ভিনরাজ্যের দুই ক্রিকেটারকে। এরা হলেন উত্তর প্রদেশের সন্দীপ কুমার এবং বেনারসের সানি সিং। দুজন যোগ দেওয়ায় মণিশঙ্কর মুড়াসিং এবং আনন্দ ভৌমিকের অভাব ঢাকবে বিশ্বাস করেন টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিকে স্ফুলিঙ্গকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর ব্লাডমাউথ ক্লাবও। দলে উদয়পুরের স্থপন দাস সহ বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে লড়াই জমবে তা বলাবাহুল্য। এদিকে মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে চলমান সঙ্ঘ খেলবে হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং এম বি বি স্টেডিয়ামে শতদল সঙ্ঘ খেলবে বি সি সি-র বিরুদ্ধে। ৬ দলই শনিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। প্রগতি প্লে সেন্টারের একঝাঁক জুনিয়র লড়াকু ক্রিকেটারদের নিয়ে এবছর দল গড়েছে হার্ভে।

আন্ত: মেট্ৰিক্স দাবা আজ



ক্রীড়া প্রতিনিধি আন্ত: মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতা আজ। সকাল ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অফিসবাড়িতেই হবে আসর। আসরে অংশ নিয়েছে আকাদেমির আগরতলা এবং উদয়পুর শাখার ৩৬ জন দাবাড়ু। খেলা পরিচালনা করবেন প্রবোধ রঞ্জন দত্ত। বিকেল ৩ টায় হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়াপর্যদের যুগ্ম সচিব সর্যু চক্রবর্তী,এইচ আর ওয়ারিয়রের কর্ণধার বাপী দেব, বিষ্ময় বালিকা তথা মেট্রিক্স চেস আকাদেমির আগরতলা শাখার গর্ব আর্শিয়া দাস। দুবিভাগে হবে খেলা। আকাদেমির কোচ কিরীটী দত্ত এখবর জানিয়েছেন।

বল হাতে বিধ্বংসী বিনোদ,হরেকৃষ্ণ সহজ জয় পেলো দূর্গাপুর



ক্রীড়া প্রতিনিধি ধর্মনগর,১৮ মার্চ বল হাতি বিধ্বংসী বিনোদ রবিদাস এবং হরেকৃষ্ণ দেবনাথ। ওই দুজনের ঝড়ে পষ্ফুটিত হতে পারলো না অঙ্কুর। গুটিয়ে গেলো মাত্র ৩৩ রানে। দূর্গাপুরের গড়া ১৮০ রানের জবাবে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত মালাবতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দূর্গাপুর জয়লাভ করে ১৪৭ রানে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে দুর্গাপুর ২৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান করে। দলের পক্ষে মোমিন আলি ৪৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, দলনায়ক রূপক দাস ৩৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, প্রদীপ পাল ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫,শাহান উদ্দিন ১১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪,বিনোদ রবিদাস ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩,আবু হাসান ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং রোহিত আহমেদ ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৪ রান। অঙ্কুরের পক্ষে শুভম সিনহা (৩/২৫), চিরঞ্জীৎ ভৌমিক (২/২২) এবং প্রকাশ সিনহা (২/৩৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিনোদ রবিদাস (৫/২২) এবং হরেকৃষ্ণ দেবনাথের (৪/৭) বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ৩৩ রানে গুটিয়ে যায় অঙ্কুর। দলের পক্ষে শুভম সিনহা ৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দলের ৮ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১০ রান।





বাংলা দৈনিক পত্ৰিকা

CMYK



ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই নয়টি দোকান

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই নয়টি দোকান ঘটনা মন্দির নগরী উদয়পুরে রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন। ভয়াবহ অগ্নিসংযুগে সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় নয়টি দোকান। জানা যায় নয়টি দোকানের মধ্যে দুইটি খাবার হোটেল, গাড়ির মেকানিকের ওয়ার্কশপ সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।শুক্রবার রাতে রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ডে এলাকায় কর্মরত টিএসআর কর্মীরা প্রথমে একটি দোকানে আগুন দেখতে পেয়ে জানার রাধা কিশোর পুর থানায়। থানা থেকে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা প্রথমে দুইটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্তন আনার চেষ্টা শুরু করেন,আগুন ভয়াবহ হওয়া দুইটি ইঞ্জিন দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে না পারায় পরবর্তীতে কাঁকড়বন থেকে একটি ইঞ্জিন এবং কিল্লা থেকে আরেকটি ইঞ্জিন এসে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর চারটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।তৎক্ষণাৎ পুরে ছাই হয়ে যায় নয়টি দোকান।পুলিশ সূত্রের জানা যায় আনুমানিক কয়েক লাক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ভয়াবহ আগুন দেখে সকলে হতভাগ হয়ে যায়। কিসের থেকে এই আগুন তা কেউ বলতে পারছেন না।ধারণা করা হচ্ছে খাবারে হোটেল থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। তবে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গডিয়া পূজা উপলক্ষ্যে মাতার বাড়িতে পূজো দিলেন জনজাতিরা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: প্রতিবছরের ন্যায় এ বছর ও জমাতিয়া হদার উদ্যোগে চৈএ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিথি অনুযায়ী শনিবার সকাল থেকে উদয়পুর মহাদেব বাড়িতে প্রথমে জনজাতিরা বাবা মহাদেবের পূজা দিয়ে পরে ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের কাছে জনজাতিরা পূজা দিলেন বোবা গড়িয়া মিশনের সহকারী সম্পাদক পদ্ম হরি জমাতিয়া জানান এবছর ৪৩৩ বছর ধরে এ পূজা হচ্ছে। ১৮ টি ময়াল থেকে ৩০২ টি গ্রাম থেকে কয়েক হাজার পুন্যর্থী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে শনিবার দিন পূজা দিতে আসেন। এবছর চৈত্র মাসের শেষ দিন উদয়পুর নোয়াবাড়ি ও অমরপুর হবে গড়িয়া পূজা। শনিবার মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে তিনটি মহিষ সহ যারা মানত করেছে সেখানে পাঠা বলি ও হবে বলে জানান পদ্মহরি জমাতিয়া। শনিবারের পূজাকে কেন্দ্র করে শুধু জমাতিয়া সম্প্রদায়ের জনগন ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন ও সামিল হয়েছে পূজাতে সকাল থেকে হাজার হাজার জনজাতিরা যাতে বাবা মহাদেব ও মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের কাছে পূজা দিতে পারেন সেই জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির ও সামগ্রী প্রদান

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: আশাবাড়ি বিওপিতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে স্বাস্থ্য শিবির ও বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়। আশাবাডড়ি বিওপিতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে সকাল ১১ ঘটিকার সময় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ও সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্সনগর আর ডি ব্লক অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান এবং জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।এছাড়া সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষরা উপস্থিত ছিলেন।এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে ছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির থেকে শুরু করে বাই সাইকেল বিতরণ,সেলাই মেশিন, ঔষধ সহ বিভিন্ন সামগ্রী সাধারণ জনগণ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ। বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবির এবং সীমান্ত এলাকার মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আগামী দিনেও এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে যেন হয় আশা ব্যক্ত করেন এলাকার সাধারণ

আইজিএম ব্লাড বা ক্ষে রক্তদান

ভবিষাৎ প্রতিনিধি: আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স টেকনিশিয়ান সফল অন্যান্য কর্মীদের উদ্যোগে শুক্রবার আইজিএম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার আইসিএম হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স টেকনিশিয়ান সহ অন্যান্য কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এ নিয়ে দ্বিতীয় বার আইজিএম হাসপাতালে কর্মচারীরা এ ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। উল্লেখ্য হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে গত বেশ কিছুদিন ধরেই রক্তের সংকট রয়েছে। রক্ত সংকটের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। সে কারণেই আইসিএম হাসপাতালে কর্মরত কর্মচারীরা এ ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। এদিন দিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে শতাধিক চিকিৎসক নার্স টেকনিশিয়ান সহ অন্যান্য কর্মচারীরা রক্তদান করেন। এদিন রক্তদান শিবিরে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইজিএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস। আইসিএম হাসপাতালে এ ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তিনি সম্ভোষ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন আইসিএম হাসপাতালে পরিষেবা এবং পরীর কাঠামোগত উন্নয়ন রাজ্যের জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চিকিৎসক নার্স সহ সকল স্তরের কর্মীদের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আইসিএম হাসপাতালে মানোন্নয়ন ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

TRIPURA BHABISHYAT, Sunday, 19th March, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, রবিবার, ১৯ মার্চ, ২০২৩ ইং, ৪ চৈত্র, ১৪২৯ বাং

अग्रानन



আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রা রায়কে ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা তরফে সংবর্ধনা

কল্যাণপুরের মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার পরিদর্শনে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে আগামী দিনে পড়াশোনা"কে কল্যাণপুর সেন্টারের পরীক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা কিংবা পরীক্ষা ঠিকঠাক ভাবে দিচ্ছে কিনা সেই বিষয় গুলো ঘুরে দেখেন ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের দ্বিতীয় বারের বিধায়ক দাস চৌধুরী। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন মানের প্রথম ধাপে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ তৈরীর একটা যাত্রা বোর্ড পরীক্ষা তথা মাধ্যমিক পরীক্ষা। যার মধ্য দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা কোন বিষয় নিয়ে

আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে তা স্থির করে, বলা চলে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আগামীদিনে এগিয়ে যায় ছাত্র-ছাত্রীরা। আজ শনিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা তথা বাংলা পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কল্যাণপুরের তিনটি পরীক্ষা সেন্টারের মধ্যে কল্যাণপুর স্কুলের সেন্টারের যাবতীয় বিষয় গুলো দেখেন পাশা পাশি ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো সমস্যা

নারী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

<mark>ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : শ</mark>নিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ক্রীডা ও যুব বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় ,বিধায়ীকা কল্যাণী রায়, রাজ্যের সোনার মেয়ে জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন মোট পাঁচটি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।।পাশাপাশি পাঁচজন বিশিষ্ট নারীকে এদিন সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন আমাদের দেশে নারীরা এখন আর কোন দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নয় জন মহিলা নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় এসেছেন। দেশের রাষ্ট্রপতি দেশের অর্থমন্ত্রী সাক্ষ্য বহু ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। দেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। খেলাধুলা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রেই নারীরা আজ প্রতিষ্ঠিত। নারীর অধিকার সুরক্ষায় সমাজের সকল অংশের জনগণকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে উদ্বোধন হল বন ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: পাহাড়ি এলাকায় উৎপাদিত সামগ্রী দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বাজারজাত করার লক্ষ্যে শনিবার গোর্খাবস্তিতে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অফিসের সামনে একটি অত্যাধুনিক আউটলেটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। শনিবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার হাত ধরে উদ্বোধন হল রাজ্যের প্রথম বন ধন বিকাশ কেন্দ্র-র পোডাক্ট আউটলেট। বনজ সম্পদ দ্বারা তৈরি বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যাবে এই আউটলেটে। ভবিষ্যতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধরনের আউটলেট খোলা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এ ধরনের আউটলেট খোলার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন উপজাতিদের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বাজারজাত করার সুযোগ মিলবে ঠিক তেমনি ক্রেতারা অর্গানিক বিভিন্ন জিনিসপত্র হাতের কাছে পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এ ধরনের প্রয়াসকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দপ্তরের মন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সার্বিক প্রয়াশেই এই ধরনের উদ্যোগ আরো ফলপ্রসু হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলিও দেখেন বিধায়ক পিনাকী। গোটা রাজ্যের সাথে কল্যাণপুরেও ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৩ এর দ্বিতীয় দিন, জানা যায় কল্যাণপুরে মোট ৩টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে পরীক্ষার্থীরা শান্তিপূর্নভাবেই পরীক্ষা দিচ্ছে। কল্যাণপুরের ৩টি পরীক্ষা কেন্দ্র যথাক্রমে কল্যাণপুর দাদশ, ঘিলাতলী দাদশ শ্ৰেণী

ভে ২য় এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয় এবং বাগান বাজার স্কুল

রয়েছে যেখানে মোট ছাত্র-ছাত্রীর

ষ্যুৎ প্রাতানাধ : তোলয়ামুড়া এগ্রি প্রডিউজ মার্কেটের সুলভ শৌচাগারটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার এবং সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার না করার ফলে দুর্গন্ধে বাজারে এলাকার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তেলিয়ামুড়া এগ্রি প্রডিউজ মার্কেটের অধীনে সবজি পাইকারি বাজারে একটি সুলভ শৌচালয় রয়েছে। ওই সুলভ শৌচালয়টি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভগ্ন দশাগ্রস্ত। এছাড়াও সুলভ শৌচাগারের দুইটি সেপটিক ট্যাংকি মানবদেহের বর্জিত বিষ্টায় পরিপর্ণ হয়ে আছে।ওই সেপটিক ট্যাংকিটির বাজারের ড্রেনের সাথে সংযোগ রয়েছে। ফলে বাজার এলাকায় বিষাক্তময় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। এতে সোমবার ও শুক্রবার এই দুইটি হাঁটের দিনে পাইকারি স্বজি বাজারে আসা বিভিন্ন লোকজনদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাজারে এসে কোন ব্যবসায়ী অথবা পাইকারি সবজি বিক্রেতা আচমকাই টয়লেটে যেতে গেলে অস্বস্তি প্রকাশ করেন। কারণ সুলভ শৌচাগার টয়লেট গুলি যেমন অপরিষ্কার তেমনী এই টয়লেট গুলির মধ্যে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনাও খুবই খারাপ। সুলভ শৌচাগারটির সংস্কার এবং দুইটি সেপটিক ট্যাংকি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। কেননা এমন দুরাবস্থার মধ্যেই পাইকারি সবজি বিক্রেতা এবং সাধারণ মানুষজন সোমবার ও শুক্রবার এই দুইটি হাঁটবারে জমায়েত হতে হচ্ছে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে।

বন্দুক উদ্ধার

আগরতলা, ১৮ মার্চ (হি. স.) : চোরাই কাঠ উদ্ধারে গিয়ে বনকর্মীদের হাতে এলো দেশি বন্দুক। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে তেলিয়ামুড়া থানাধীন বালুছড়া গভীর জঙ্গল থেকে চোরাই কাঠ সহ একটি বন্দুক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক বনকর্মী। ঘটনার বিবরণে ওই বনকর্মী জানিয়েছেন, তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীদের কাছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে যে বালুছড়া এলাকা দিয়ে কিছু অবৈধ চোরাই কাঠ পাচার হবে। এই

ভে ২য় এর পাতায় দেখুন

আদিবাসী মহিলার সমিতির নারী দিবস উদ্যাপন

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলার সমিতি একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতি রিতা রায়, সভাপতি শ্রীমতি ঝর্ণা দেববর্মণ, এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রীমতি পূর্ণিমা রায় এবং মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপারসন শ্রীমতি অস্মিতা বণিক উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী মহিলা সমিতি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তিনজন নারীকে সম্মানিত করেন। রিতা রায় আদিবাসী মহিলা সমিতির সম্মানিত সম্পাদিকা রাজ্যের বাইরে ও তিনি মহিলাদের জন্য সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ কে তিনি হাতছাড়া করেছেন ত্রিপুরার জন্য। সম্মানিত করেন ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতি চন্দ্র রায় কে এবং বিটিভির কর্ণধার শ্রীমতি মনীযা পাল চৌধুরী কে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে অস্মিতা বণিক তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। অনুরূপা মুখার্জীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

সর্বপ্রথম কল্যাণপুর প্রেসক্লাবে

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি: খোয়াই জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্যানপর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমার তিন জন নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত বিধায়করা হলেন ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ২৮ তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় এবং ২৯কৃষ্ণপুরের বিধায়ক তথা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা''কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে এদিন সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে লোটাস কমিউনিটি হল ভরে উঠে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি সজল দেব। অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন তিনজন জনপ্রতিনিধি সহ মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরা। এদিন কল্যাণপুর প্রেসক্লাবের তরফ থেকে তিনজন জনপ্রতিনিধিকে

সংবর্ধনা প্রদান করা ছাডাও এই সংবর্ধনা মঞ্চে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকেও জনপ্রতিনিধিদের

সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও মানপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আগামী দিনে কল্যাণপুর, কৃষ্ণপুর সহ গোটা তেলিয়ামুড়ার উন্নয়নে কাজ করে যাবেন বলে সকলের কাছে আশীর্বাদ চান। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পিনাকী দাস চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন সকলকে সাথে নিয়ে আগামী দিনে কল্যাণপুর প্রেসক্লাব সকলের কল্যাণে নিরস্তর ভাবে কাজ করে চলবে। এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান মঞ্চে তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় আলোচনায় আগামী দিনে কল্যাণপুর প্রেস ক্লাব আরো আরো বেশি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন, পাশাপাশি সকল ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে আগামী দিনে প্রেসক্লাব বা প্রেসক্লাবের সদস্যদের যেকোন প্রয়োজনে পাশে থাকার ব্যাপারে *ভে* ২য় এর পাতায় দেখুন



